বাংলা পিডিএফ ডট নেট এর সৌজন্যে

বেসিক আলী ৪

শা হ রি য়া র

শ্যামল

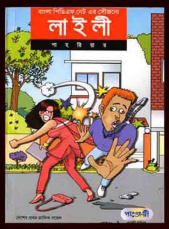

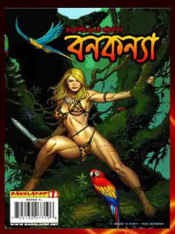

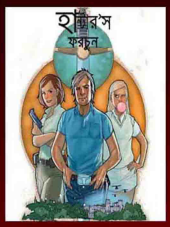

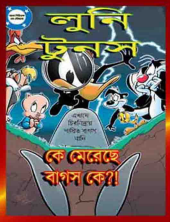

হাই কোয়ালিটিতে
ওয়াটারমার্ক বিহীন কমিকস
পড়তে আজই ভিজিট করুন
www.banglapdf.net

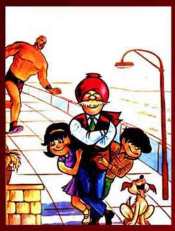

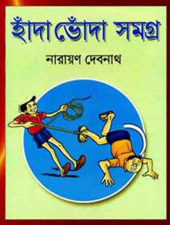

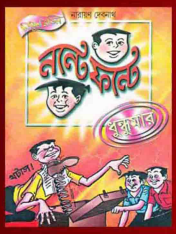

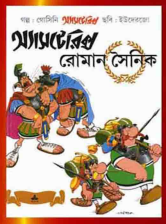

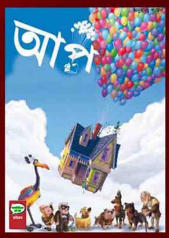

বেসিক আলী

শা হ রি য়া র

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.
৪৩ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
(পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা ১২১৭
শো-রুম ৩৮/২-ক (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ৯৩৩৫৮২৬, ৮৩৬০০০৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৩১৮৫২৬
ই-মেইল info@panjeree.com
ওয়েব www.panjeree.com

Basic Ali 4
by **Sharier**
First published on February 2012
by Panjeree Publications Ltd
43 Shilpacharya Zainul Abedin Sarak
(Old 16 Shantinagar), Dhaka 1217

Copyright
Sharier Khan

প্রচ্ছদ
শাহরিয়ার খান

গ্রন্থস্বত্ব
শাহরিয়ার খান

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১২

চতুর্থ মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০১২

বিদেশে পরিবেশক
শিশু সাহিত্য সংসদ (প্রা.) লি. কলকাতা, ভারত
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মূল্য : ১৮০ টাকা। (US$ 15.00)

ISBN : 978-984-634-022-8

সোহেল, গত বছর তুমি অফিসে ভাল কাজ করেছিলে বলে তোমাকে আমি কী পুরস্কার দিয়েছিলাম?
একটা গাড়ি, স্যার।

এ বছর তোমার পারফর্মেন্স এত খারাপ যে আমার কী করা উচিত?
স্যার গাড়িটা ফেরত নিলে আমি সামাজিক ভাবে হেয় হব!
বেশ!

তবে প্রথম দফায় তোমার গাড়ির সিটগুলো খুলে নিলাম। পারফর্মেন্স ভাল করলে এগুলো ফেরত পাবে!

তুমি দেখছি বেশ শান্তিপ্রিয় লোক, সোহেল। মাত্র গতকাল তোমার গাড়ির সিট খুলে নিলাম শাস্তি হিসেবে। আবার আজও শাস্তি পাবার মতো আচরণ করছ।
আজ কী করলাম স্যার ?
পশ্চাতদেশে টুল লাগিয়ে ঘুরছ কেন ? অ্যা?
সরি স্যার, গাড়ির নতুন সিটটার বেল্ট খুলতে ভুলে গিয়েছিলাম।
!!
না: সোহেল বারবার সাবধান করার পরও তোমার কাজে কোম্পানীর লস বেড়েই চলছে। আমাকে আবারও অ্যাকশান নিতে হবে।
স্যার!
স্যার আমার চাকরিটা খাবেন না...আর ঐ গাড়িটাও ফেরত নেবেন না...অন্য যে কোন শাস্তি দিন-স্যার!
আপাতত: তোমার চার চাকার কে তিন চাকার গাড়ি করে দিলাম, ভবিষ্যতে এটা দু চাকাও হয়ে যেতে পারে!

সোহেল গত মাসে তোমার চট্টগ্রাম বন্দরে যাবার কথা ছিল। কিন্তু তুমি যাও নি!

কেন?
ধাম্!

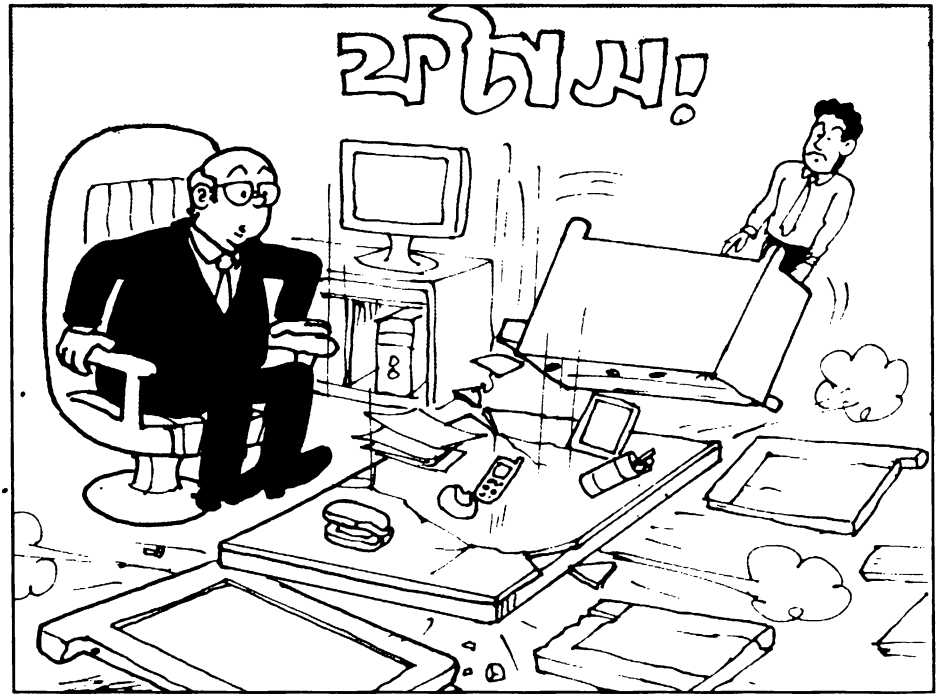
ফটাস্!

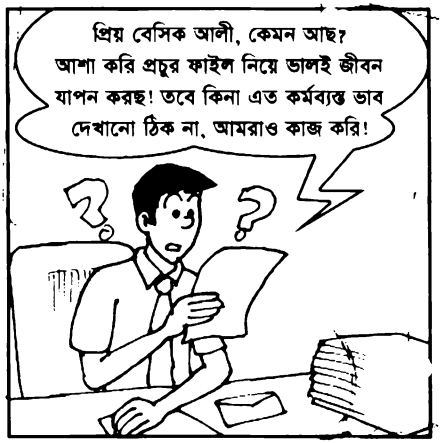

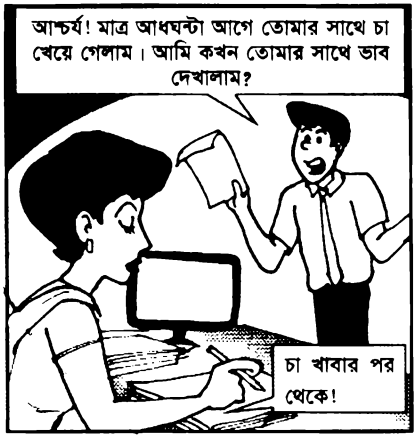

স্যার, আপনের জরুরী চিঠি!
চিঠি? এ যুগে কে চিঠি লেখে!?
প্রিয় বেসিক আলী, কেমন আছ? আশা করি প্রচুর ফাইল নিয়ে ভালই জীবন যাপন করছ! তবে কিনা এত কর্মব্যস্ত ভাব দেখানো ঠিক না, আমরাও কাজ করি!
? ?
আশ্চর্য! মাত্র আধঘন্টা আগে তোমার সাথে চা খেয়ে গেলাম। আমি কখন তোমার সাথে ভাব দেখালাম?
চা খাবার পর থেকে!
আচ্ছা, সারাদিন আজ আমি ফাইল নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বলে রাগ করছ কেন? এখন কী করলে তুমি শান্ত হবে?
আমার সারাদিন মনে হয়েছে কেউ আমাকে ভালবাসে না, কেন? কারন কেউ আমাকে ভালবাসা প্রকাশ করে নি!
ও
আমি তোমাকে ভালবাসি-আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে ভালবাসি ৬৪... মানে সারাদিনেরটা পুষিয়ে দিচ্ছি!
এটা কিন্তু খারাপ ব্যবহার হচ্ছে !!

তোমার স্পর্শে রয়েছে
আগুনের ফুলকি!!
তোমার দৃষ্টিতে কথা
আছে...
ভয় কি!

কেমন লাগলো রিয়া...তোমাকে নিয়ে
লেখা আমার নতুন গানটা কেমন
হয়েছে ?

আমি বাংগু ব্যাংকের চেয়ারম্যান বলছি।
আপনি কে ভাই? মাঝ রাতে ফোন করে
আমাকে আজীব গান শোনাচ্ছেন!
?!?

তোমার স্পর্শে রয়েছে
আকাশের বিজলী!
তোমার দৃষ্টিতে যাদু
আছে-ভয় কি!

তোমাকে নিয়ে লেখা আমার গান
কেমন লাগল রিয়া?
অপূর্ব
...হি: হি:
রেকর্ডিং হয়ে
গেছে!

হ্যালো মোনালিসা-
তোমাকে নিয়ে আমার
গান শুনবে ?
তোমার
আবার গান ?
হাঃ

তোমার স্পর্শে রয়েছে আকাশের
বিজলী...
সত্যি আমার
জন্য লিখেছ
ম্যাজিক?

বোর্ড মিটিং-এর আগে সবগুলো ফাইল বেসিককে দিয়ে রিভিউ করাতে চাই। কারণ ওর কাজ নিখুঁত, যাও রিয়া, ওকে ফাইলগুলো দাও।

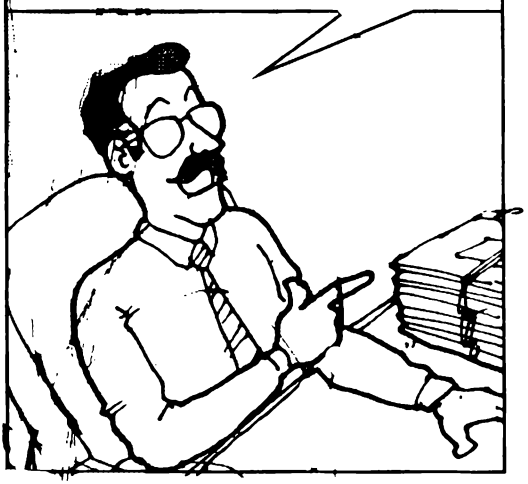

সবাই বেসিকের কাজ পছন্দ করে। আমি ওকে নিয়ে গর্বিত।

এই যে বেসিক। আরো ফাইল আমার কাছে বসরা এত খুশী যে...

...তারা সবাই মিলে আমাকে শাস্তি দিচ্ছে আর নিজেরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে!

টক
টক
তোমার জন্য কমিকস এনেছি!
?
আপনি ভুল বাসায় এসেছেন !!
এ্যাঁ?
কমিকস নাকি? এই ছেলে-কত করে তোমার এই কমিকসগুলো ?
ওরে বাপ রে!
কী নাম বললে ম্যাজিক? তো তুমি আমার মেয়ের কাছে কী কমিকস বিক্রি করছ?
ধরা, বড়, ধরা!!
আপনার জন্য সব ফ্রি... স্লামালাইকুম...
ব্যাটম্যান, স্পাইডারম্যান...হাল্ক! বা: বিশ বছর পর আবার এসব কমিকস পেলাম! ধন্যবাদ ম্যাজিক-পরে এসে নিয়ে যেও!
HULK

আমাকে এক ডিব্বা চকলেট উপহার দিচ্ছ? এর মানে কি তুমি অবশেষে আমার প্রেমের ডাকে সাড়া দিচ্ছ?
হু...হু.. হতেও পারে!

দাঁড়াও যেও না! তোমাকে প্রথম চকলেটটা দেই!

হা হা হা
ট্যা ও ও
হু! হু! হু!

তুমি আমাকে বন্ধুদের সামনে অপমান করলে কেন?
ভাল লাগে তাই!

মনে হয়...মনে হয়...
কি? কি মনে হয় উদ্ভট ছেলে ?
গ র র র !

উহারা চোখে চোখ-হৃদয়ে হৃদয় রাখিয়া প্রেমে গদ গদ হইয়া গিয়াছে...
মনে হয় এক্ষুনি আইসক্রিম পার্লারে নিয়ে ঠেসে আইসক্রিম খাওয়াই!!
এক্ষুনি?

তোমাকে আমি খুবই অপছন্দ করি...!
...স্কুল ফাঁকি দিয়ে লেকের পাড়ে তোমার সাথে বসে আছি বলে ভেব না তোমাকে পছন্দ করি। তুমি ননসেন্স...চুল দেখলে গরম লাগে...দেখতে বিশ্রী...মনে হয় মার লাগাই!
তোমাকে অপছন্দ করাটা এখন আসক্তির পর্যায়ে চলে গেছে!
উঃ!
ধুপ!
আপ্যা এ এ এ! পুল নিবেন?
?
উ!
হা
ওরে বাবা!
হা হা
হা হা
আমাদের দুজনের মিল কোথায় জানো? আমরা দুজনই পাগল!

এই চাড়াটা আমি লেকের পানিতে ভাসিয়ে ছাড়ব। দেখবে মাঝ লেকে পৌঁছে গেছে!
দেখি তোমার দক্ষতা কত!
?!
!
আজ চাইনিজ খাওয়াবে মানে? আমি তোমার সাথে প্রেম করছি যে তোমার সাথে চাইনিজ খাব? লেকের পাশে আড্ডা দিচ্ছি সেটাই যথেষ্ট!
আরে এখানে বসেই চাইনিজ খাব!
এটা কী ?
তোমার চকলেট।
MADE IN CHINA...এটাই সেই চাইনিজ

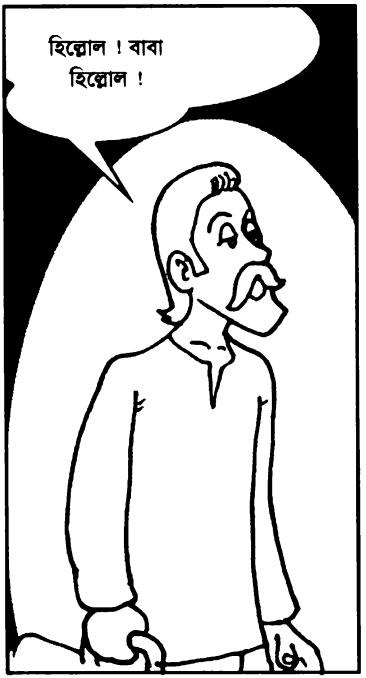
হিল্লোল ! বাবা
হিল্লোল !

শুনছিস বাবা হিল্লোল? এদিকে আয় বাবা !

আরে ঐ বদমাইশ! এত
ডাকি-কথা শুনিস না
কেন বয়রা বান্দরের বাচ্চা!!
এ্যাঁ বাবা!

আমাকে ডাকছিলে? এত নরম করে ডাকছিলে, ভাবলাম
নিশ্চয় অন্য কাউকে ডাকছ!

আমাদের গত মাসে তিনটা বড় ঋন খেলাপী হয়েছে। আমি কী করব বেসিক ভাইয়া বলে দাও?
ভাইয়া নয়, স্যার! তুমি নয়, আপনি!

জ্বী! তো বেসিক স্যার, আমি কী করব বলুন!

বেসিককে সব সময় আপনি ও স্যার বলে সম্বোধন করবে-বুঝলে?

বেসিক! বেসিক! বেসিক! তুমি! তুমি! তুমি! চলো ডেটিং এ যাই বেসিক! চলো ডেটিং এ!

রেবেকা এই ফাইলের হিসেবগুলো ক্রস চেক করে দাও তো!

এদিকে তাকিয়ে কথা বলো!

কী ব্যাপার? কোন প্রতিক্রিয়া নেই কেন?

নিশ্চয় মেয়েটা আমাকে হেনস্তা করতে চোখ টিপ দিচ্ছে যা আমি দেখতে পাচ্ছি না!
ফালতু ছেলে!

আপনাদের ডেমো গানগুলো শুনলাম। ভালই! একটু পলিশ করলে গানগুলো দিয়ে একটা সিডি বের করা যায়। কী নাম আপনাদের ব্যান্ডের?
আমরা আনন্দিত...

ব্যান্ডের নাম পুট প্যাটার্ন। আমি ভোকালিস্ট মামুন!
আমি গানগুলো লিখেছি। ব্যান্ড আমার। ব্যান্ডের নাম ইকারাস।
আমি ড্রামার! ব্যান্ডের নাম রোলিক স্টাফ! স্মার্ট নাম!

ব্যান্ডটা কি আছে না ভেঙ্গে গেল?
...নোয়াখালীর লোকেরা বলবে হুট হ্যাটার্ন!
কুইক স্যান্ড!
চুপ কর ডিস্টার্বিং এলিমেন্ট!

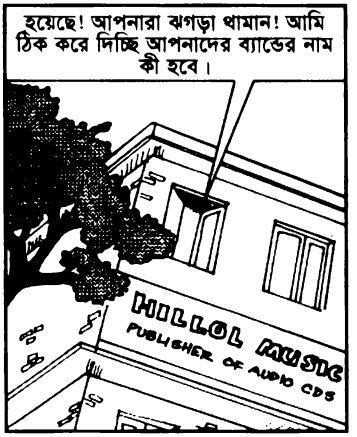
হয়েছে! আপনারা ঝগড়া থামান! আমি ঠিক করে দিচ্ছি আপনাদের ব্যান্ডের নাম কী হবে।
HILLOL MUSIC
PUBLISHER OF AUDIO CDS

আপনাদের ব্যান্ড ইকারাস নয়, পুট প্যাটার্ন নয়- রোলিক স্টাফ নয়। আপনারা ঝগড়া করতে করতে আরেকটা নাম বলেছিলেন। ডিস্টার্বিং এলিমেন্ট! বেশ হ্যাভি মেটাল নাম, দারুন!

কি? এই আঁতেলটা আমায় গালি দিল আর সেটা হয়ে গেল ব্যান্ডের নাম? তাহলে গালি শোনেন! গরু!
হুট হ্যাটার্ন?
চুপ কর তুই ছাগল!

হ্যারে হিল্লোল তুই আবার আমাকে একটা ব্যান্ডের ম্যানেজার বানাতে চাচ্ছিস কেন? ওসব কাজ তো তুই করিস।

...ব্যান্ডটা খুবই ভাল- তবে এর সদস্যগুলো সব উম্মাদ! নিজেরা ব্যান্ডের নাম কী হবে এ নিয়ে মারামারি করছে আমি এদের সামাল দিতে পারছি না। তুই ফাজিল ...তুই পারবি!

...এই মুহূর্তে ওরা আমার অফিসে বসে একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যান্ডের নাম নিয়ে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছে। তুই এসে ওদের থামা।
...ব্যান্ডের নাম হুট হ্যাটার্স!
ব্যান্ডের নাম ইকারাস ঘোষণা করুন।
চাক্কিচুয়া নামটা বেশি জোশ!

থামুন!! আপনাদের ব্যান্ডের নাম দেয়া হয়েছে ইকারাস!!
হুট...

ওকি সবাই নির্বাক এবং অনড় হয়ে গেলেন কেন ?

থামতে বলেছেন তাই থেমে আছি...এখন নড়তে বললে আবার কথা বলব....

হঠাৎ করে জেগে উঠি
চার দিক সাহারা লাখো
মানুষ ঘুমিয়ে আছে ঢেকে
চেহারা... আমি জানি
কোথাও আছে
যাদুকর পাহারায়...
হুম..ভালই...বেশ একটা
ভয়ের আবহ তৈরী করেছে
এরা...
ধ্রুপ!

ভৌ উ উ উ...
ভৌ উ উ উ...
পিশাচের
ইশারায়...

তোকে কুকুরের
ডাক দিতে বলেছি
ভয়ের আবহ সৃষ্টি
করতে ...তোকে
কুকুরের মতো কান
চুলকাতে বলিনি...!

হিল্লোল ভাই বেসিক-ভাই-আমার ব্যান্ড ইকারাসে মোট পাঁচ
জন। আমি মিঠু গিটার বাজাই! মামুন-কণ্ঠ মিরাজ-ড্রাম,
সেন্টিমেন্টাল বাবু বাজায় কি বোর্ড, আর ড: রুবেল বেস
বাজায় ও মেন্টাল হেলথ দেখে।

আপনি ডাক্তার আর
বেজিস্ট? আর ব্যান্ডের
মানসিক সুস্থতা রক্ষা
করেন?
হ্যা। ওরা
পাগল।

ওদের সাথে ক'দিন কাজ করলে
ইনশাল্লাহ আপনারাও আমার
রোগী হবেন!

আপনাদের ব্যান্ডের গানগুলোর রেকর্ডিং ভালই, তবে সেন্টিমেন্টাল বাবুর কি-বোর্ড বাজানোটা আরো ভাল হতে পারত...
এ্যাঁ?
শশশ
...জানতাম আমাকে দিয়ে কিছু হবে না!
আরে! আরে! করে কী!!
আচ্ছা...এজন্যই বাবুর নাম সেন্টিমেন্টাল বাবু।
ব্যাটা আরেক বার সুইসাইড করতে চাইলে তোকে খুন করব!
তো ইকারাস ব্যান্ডের ড্রামার মিরাজ ড্রামার হিসেবে যেমন ভাল...তেমন সুন্দর তার লম্বা চুল...বেশ মানিয়েছে...
হা হা...
হে...হে...
মিরাজ? মিরাইজ্জা... কই তুই বজ্জাত ছোড়া? সারা দুনিয়া খুঁজে আজ পেয়েছি তোকে!
অবিশ্বাস্য ছেলেগুলো!
আপুমনি... তুমি...এখানে কেন...?!!
আমার উইগ পরে ভাব দেখাস, না?
খপ

তওবা তেরা পেয়ার...
তেরা ইমোসেনাল
অতইয়াচার

বাবা-তুমি যদি তোমার পঁচা গান না থামাও আমি কিন্তু চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করব!
এ এ হ! লাট নবাব হুকুম করছেন! দেখি কী করিস!!
তওবা তেরা জালোয়া

সরে যা!
দূরে যা!
পথ ছাড় আসছে
রাজা!
!?

কসম খেয়ে বলছি আবুল...আর জীবনে তোর
রিকসায় চড়ব না! থামা!

আপনেই না কইলেন ঝড়ের বেগে চালাইতে!

হাহাহা!

কী ব্যাপার? চিৎকার করিস কেন?

সরি ভাইয়া...ভেবেছিলাম আপনি চোর

...আমার অদ্ভুত চাচাতো ভাই পাপ্পু! ও খুব পিকুলিয়ার। কারন সে সদা হাসিমুখো। ও ঘুমালেও হাসিমুখ থাকে।
সত্যি...?
হে: হে:
হাউ!
ওরে বাবা!
ক্যাঁচ! ক্যাচ!
এ দেখছি মহা পিকুলিয়ার!
উঃ এসব থামাও!
হাউ!
হাউ! হা: হা: ওর হাসিমুখে তুই অন্য কোন Expression বানাতে পারবি না।
আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন ?
ঢুয়া!
...কিন্তু আমি দেখেছি এক সেকেন্ডের জন্য ওর হাসি মুখটা চোঙ্গার মত হয়ে গিয়েছিল!
আশ্চর্য!
ভ্যাএ এ!

আমার কাছ থেকে মোনালিসাকে ছিনিয়ে নেয়ার মূল্য আজ তোকে দিতেই হবে...
পিস্তল ? ভান্টু এসব পাগলামী করো না...

পাগলামী ? হা হা হা... আমি দেশের টপ টেরর!! এই পিস্তল দিয়ে তোকে আজ খুন করব...হা হা হা হা হা...
ভান্টু চাচ্চু!

এই যে চাচ্চু তুমি আমার পিস্তলের গুলিটা নিতে ভুলে গিয়েছিলে!!
শ শ শ!

হ্যারে ভান্টু-তুই নাকি বিশেষ এক ধরনের চাকু দিয়ে আমার ভুঁড়ি এক পোঁচে ফাসিয়ে দিবি?

এই কোল বালিশটা আর সেই বিশেষ ধরনের চাকুটা তোকে দিচ্ছি। ঐ চাকু দিয়ে এক পোঁচে এ বালিশ কাটতে পারলে তোকে আমার ভুঁড়ি পেতে দেবো।

এটাই সেই চাকু? নান চাকু চোখা না ?

আমার বামে বিশিষ্ট রংবাজ ও ভাতিজা গেন্ডু আর ডানে চুয়াডাঙ্গার ত্রাশ লেন্দু...আমরা আজ তোকে সাইজ করব!

লেন্দু? আমার নাম লাবু! আমার নাম বিকৃত করে অপমান.....তবেরে শালা...
?!

লাবু!
লাবু!
লাবু!
লেন্দু!
লেন্দু!
লেন্দু!

লেন্দু দল থেকে চলে গেছে যাক..ম্যাজিকের মত মিচকে ছোড়াকে তুই আর আমি সাইজ করে দিতে পারব। গেন্ডু লাগা শ্লাকে আর!
ওকে!

আব বে...
ঢেকুর

জানতাম কাঁচা রসুন খাওয়া ভাল। আজ হাতে নাতে তার প্রমাণ পেয়ে গেলাম!
ওরে বাপরে...কি গন্ধ...ওয়াক!
ধমাস!

ভাইয়া, আপু-আমি একটা নতুন গান বনিয়েছি।
শুনে বল কেমন হয়েছে!

লোহার মত শক্ত...
আগুনের মত তপ্ত
আমি তাই হাতে গ্লাভস পড়ে তোমার হৃদয়ে
খোচাঁ দেই ও ইয়েহ!
ব্যাং
ব্যাং!

জানতাম ভাইয়া আর আপু আমার ট্যালেন্টের মর্যাদা দিতে পারবে না!
তাহলে গানটা তুই ই শোন মোরগা!
প অ অ ক!

এহ! ওহ!
অনেক জ্বর!
১১০ ডিগ্রী!
কেউ আছিস!
হ্যাঁ রে ম্যাজিক!

জ্বরে আমার কান দিয়ে ধোঁয়া
বেরোচ্ছে...একটু চা খাওয়াবি

মস্করা বন্ধ কর নয়তো
তোকে খুন করে ফেলব!

ভ্যা এ এ এ...
কী হলোরে আপু? অনেক দুঃখ?
হ্যাঁ!

আজ আমি নীল কামিজটা নিয়ে...
দাঁড়া! দাঁড়া! এক সেকেন্ড!

হু!! এবার শুরু কর তোর দুঃখের কাহিনী!
করুণ সুর

হু ম্যাডেস্ট বাজার থেকে আপুর জন্য ২ ডজন টিস্যু পেপার, ৬টা ন্যাপকিন ১টা আইড্রপ, ১টা নাকের ড্রপ, ২টা বাটি...
এসব নিয়ে এসো। অনেক দুঃখে আছে আপু!

ভ্যা এএ!
আমার মৌলিকত্ব নষ্ট হয়েছে
কী রে মা-কী হয়েছে তোর?

খুবই দুঃখের কাহিনী আজ আপু নতুন এক নীল কামিজ পরে কলেজে গিয়ে দেখে ওর বান্ধবী ফারিসাও একই কামিজ পড়ে এসেছে !!!!
ভ্যা এ এ!

তো আমাদের অফিসের ফেলে দেয়া কাগজ আর ফাইল কভারগুলো নিয়ে তুই কী করবি ?
হুঁ হুঁ- কাজ আছে!
আমার বাবার ধারণা আমার অফিসে মশা মাছি তাড়ানো ছাড়া কোন কাজ নেই। আমার অফিস নাকি অফিস না!
এগুলো দিয়ে আমার অফিস সাজাব, তাছাড়া আমি অফিসে মশা মাছি মেরে ক্লান্তও হয়ে গেছি!

মলি দেখো
আমার ওজন
প্রায় ২০০
পাউন্ড কমে গেছে!

তুমি এসব আত্মপ্রতারণা
করে কী মজা পাও জানি-না!
আত্মপ্রতারণা ? তুমি
এসে ওজনের কাটাটা
দেখে কথা বল!

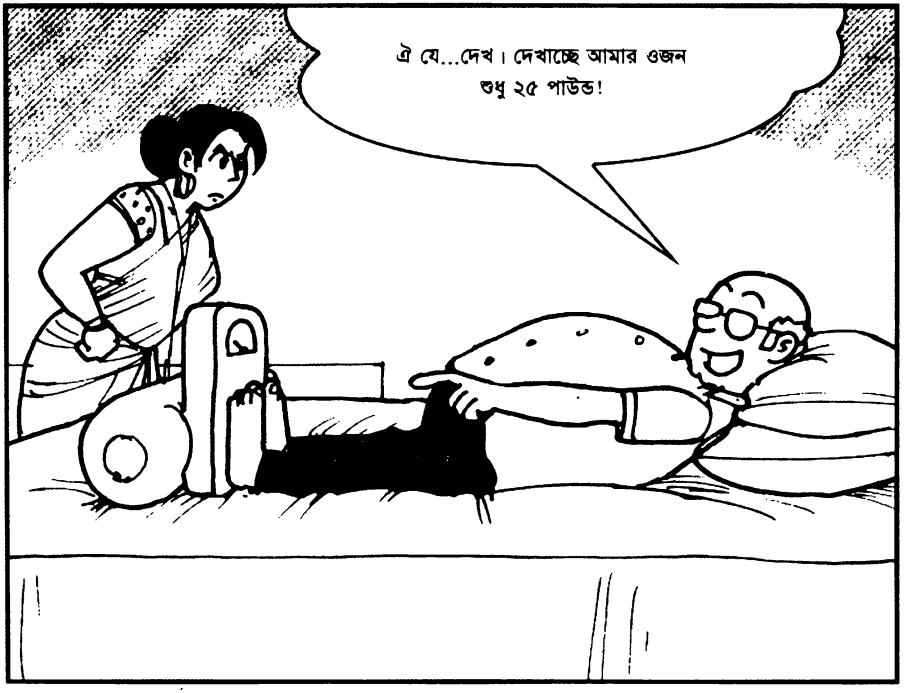
ঐ যে...দেখ। দেখাচ্ছে আমার ওজন
শুধু ২৫ পাউন্ড!

মলি আমার নতুন সাদা শার্টটা লন্ড্রি থেকে এনে কোথায় রেখেছ?
কাঠের আলমারীতে রেখেছি!

একি! শার্টের এই অবস্থা কেন!?!
কি বাজে কাপড়ের শার্ট!! এক ধোয়াতেই কত খেপে গেছে!! ব্যাটাদের বিরুদ্ধে মামলা করব!

সে কী! এটা তো বেসিকের সাদা শার্ট!

আরে দাঁড়াও না, শোন!
উহু! অসম্ভব-আমি এখন ব্যস্ত! তোমার আজাইরা কাজে আমি নেই!

দাঁড়াবে না?
না! পিছন পিছন এলে আমি দৌড়াতে থাকব?

...তাহলে দৌড়ের ওপর শুনে নাও তোমাকে নিয়ে লেখা আমার মহাকাব্য: এই লাল মনিহার

হা হা মলি দেখ কী কিনেছি। সত্যিকার আয়ুর্বেদীয় চুল গজানোর তেল। সাত দিনে কাজ না করলে মূল্য ফেরত!
এ তেল প্রতিদিন টাকে মাখতে হবে...উ:...! গন্ধটা একটু বিচ্ছিরি!
পরে
এটা কিন্তু তোমাদের বাড়াবাড়ি হচ্ছে!

ঘোড়ার ডিমের আয়ূর্বেদীয় চুল গজানোর তেল গছিয়েছেন! ৭ দিন ব্যবহার করে একটাও চুল আমার টাকে গজায় নি!
ঠিকমত ডেইলী টাকে তেল লাগিয়েছিলেন? একটাও চুল গজায় নি?

গজিয়েছে...তবে টাকে না-হাতে!

বুঝলে মলি-তোমরা নারী প্রজাতি হচ্ছ ৯০ ভাগ কৃত্রিম স্বাদে তৈরী...১০ ভাগ হচ্ছো আসল স্বাদ...
?

ও! লিপষ্টিক-মাশকারা লাগাই বলে আমরা কৃত্রিম? তাহলে তোমরা পুরুষ প্রজাতি কত আসল বুঝিয়ে বলছি!

যেমন তুমি! তোমার বাগানে মরুভূমি আর আঙ্গিনায় আগাছা ভরা থাকে যা ডেইলী না কাটলে মনে হয় হতাশাগ্রস্ত!

বাবা-না তুমি ওটাতে শোবে না...ওটা কেবল লাগিয়েছি!
এ এহ! বাপের ওপর মাতবরী?
কে শোনে কার কথা!
ধড়াং
গাছগুলো যে এত দূর্বল তা কে জানত?

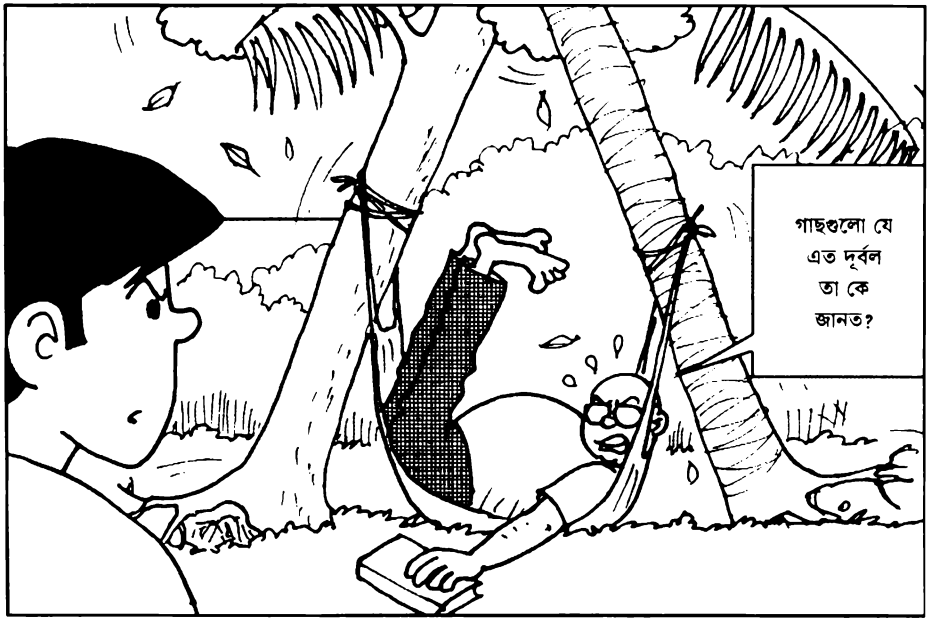

সরি রিয়া আমার গাড়িতে এসি নেই। এত সুন্দর করে সেজে বান্ধবির বার্থ ডে তে যাচ্ছ ঘামতে ঘামতে...
আমি তো অভিযোগ করছি না!

অভিযোগ না করলে কি! তুমি আমার সুন্দরী হবু বউ...ঘামতে ঘামতে দাওয়াতে যাবে তা হতে দেবো না!

এখন ঠান্ডা লাগছে?
ফুঁ!
ফুঁ!
ফুঁ!

এসো-আমার বান্ধবীর বাসায়! বান্ধবীরা তোমাকে দেখতে চায়!
কিন্তু এটা তো সব মেয়েদের বার্থ ডে পার্টি
তাতে কী মেয়েই তো!

কী খবর হ্যান্ডসাম।
কী হ্যাসকর নাম!
এই ছেলে-নাচো দেখি!

বাঁচাও! বাঁচাও! রিয়া!
ADAM TEASE থেকে আমায় বাঁচাও!

বুঝলি হিল্লোল-আমার গাড়ির নতুন রোগ হচ্ছে স্টার্ট করলে গাড়িটা প্রচন্ড ঝাঁকাতে থাকে!
তাই
এই দেখ!
চ্যাগর! চ্যাগর!
(নাক ডাকানি) ঘ্র...ফুররর
ঘ্র...ফুরর!
চ্যাগর! চ্যাগর! চ্যাগর!

তুমি তো কাঁচের চুড়ি তেমন পরো না- হঠাৎ কিনছ যে ?
হঠাৎ? না তো!

তুমি জানো আমার প্রায় ৫০০ সেট কাঁচের চুড়ি আছে?
বলো কী? পরো না কেন তাহলে ?

মাথা খারাপ। ওগুলো পরবো আর তা ভেঙ্গে ভেঙ্গে আমার হাত রক্তাক্ত করব না কি!

আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে না। তুমি আর ফুল একই জিনিস...
তবুও ধন্যবাদ!

ভাবছি তুমি ফুল দিয়ে সাজলে কেমন লাগবে!

বেসিক !!! এগুলো চুলে গোঁজার ফুল না!

অলৌকিক ঔষধ তৈরীর কারখানার জন্য এই ব্যাংক লোন দেয় না। তাছাড়া অলৌকিক ঔষধে আমরা বিশ্বাস ও করি না!
কেন?

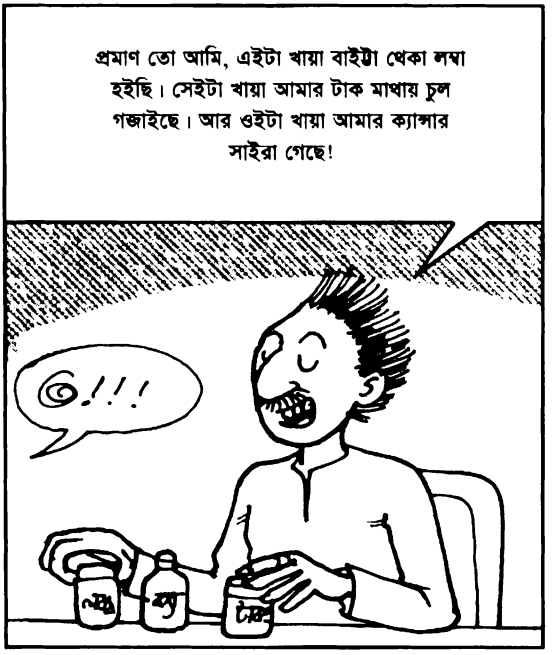

আমার এই অষুধ খায়া ৩ ফিট মানুষ সাড়ে পাঁচ ফিট লম্বা হয়া যায়!
প্রমান কি?
লম্বা

প্রমাণ তো আমি, এইটা খায়া বাইট্টা থেকা লম্বা হইছি। সেইটা খায়া আমার টাক মাথায় চুল গজাইছে। আর ওইটা খায়া আমার ক্যান্সার সাইরা গেছে!
@!!!

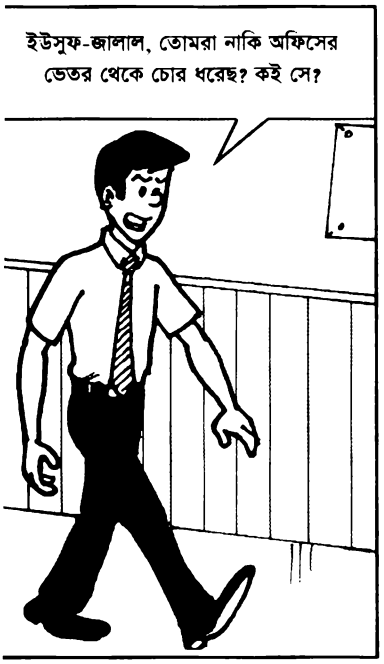

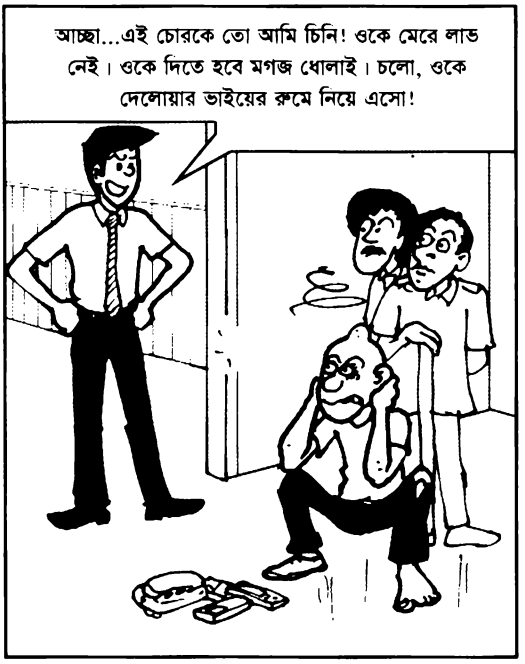

ইউসুফ-জালাল, তোমরা নাকি অফিসের ভেতর থেকে চোর ধরেছ? কই সে?
আচ্ছা...এই চোরকে তো আমি চিনি! ওকে মেরে লাভ নেই। ওকে দিতে হবে মগজ ধোলাই। চলো, ওকে দেলোয়ার ভাইয়ের রুমে নিয়ে এসো!
এক ঘন্টা পর...
এতক্ষন তোমাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বোঝালাম...এবার আমার লেকচার হচ্ছে ব্যাষ্টিক অর্থনীতিতে ব্যক্তি সম্পদ চুরির বিরূপ প্রভাব, পরপর আমরা আলোচনা করব...
স্যার...ছাইড়া দ্যান-জীবনে আর চুরি করুম না...
ঘ্র.ঘ্র

আমরা হেয়ার স্টাইলিং সেলুনের জন্য
ঋণ দেই-কিন্তু এই ব্যাংকের ঋণ
পাবার সব যোগ্যতা আপনার নেই!

কিন্তু আমি তো ব্যাংকের সব শর্তই পূরণ
করি। কোলেটারাল ভাল ব্যাংক রেকর্ড
সবই তো আছে। সমস্যা কোথায়!

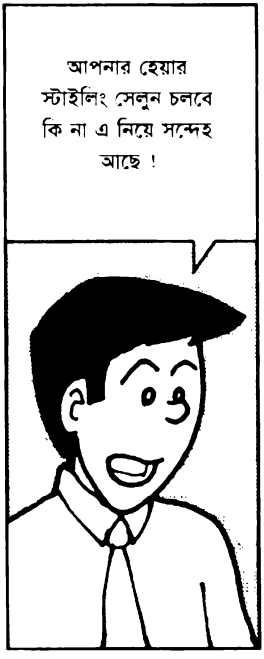
আপনার হেয়ার
স্টাইলিং সেলুন চলবে
কি না এ নিয়ে সন্দেহ
আছে !

কেন ? কেন ? অযথা সন্দেহ কেন ?

আজকের পত্রিকায় বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা নিয়ে আপনার লেখা প্রবন্ধ পড়লাম। দারুণ লিখেছেন দেলোয়ার ভাই!!
সত্যি?
সত্যি মানে! আপনি এত দুর্ধর্ষ লিখেন যে আপনার লেখা বিদেশী পত্রিকায় চুরি করে ছাপানো হয়!
তাই নাকি!
যেমন আপনার আজকের লেখাটা THE ECONOMIST পত্রিকা চুরি করে বেনামে হুবহু দু সপ্তাহ আগেই ছাপিয়ে দিয়েছে।

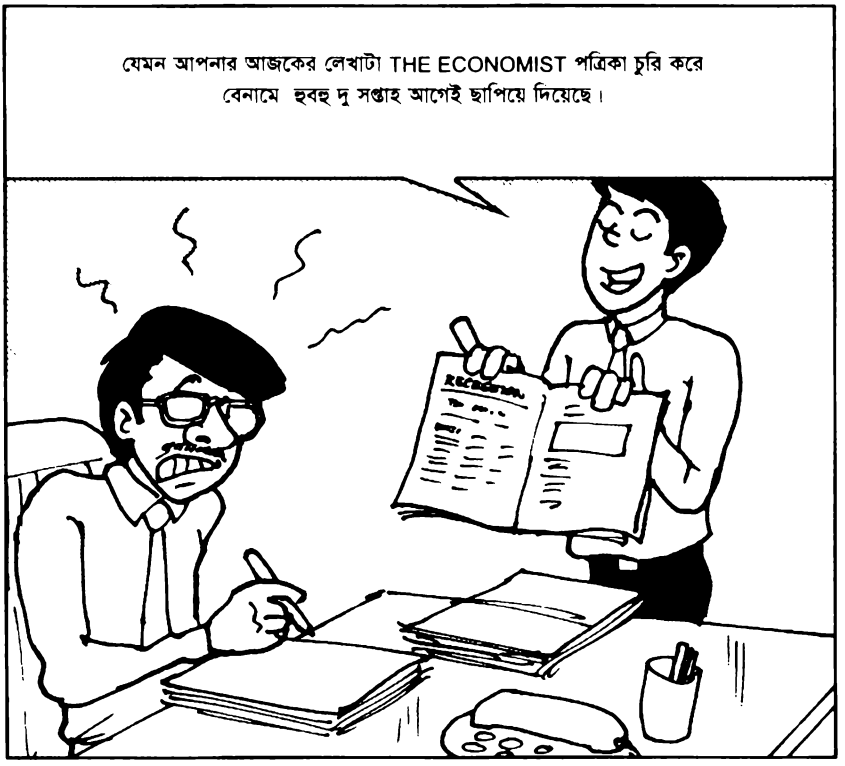

দেলোয়ার সাহেব, আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে বেসিক। আমি একটা গাড়ির জন্য ঋণ চাই। এই আমার কাগজ পত্র!

হুঁ! আপনার ঋণ পাবার যোগ্যতা থাকলেও আপনার পরিশোধ করার শক্তিটা বর্তমান অর্থনীতির আলোয় বিচার করতে হবে। দেখুন ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে ঋণ এবং মূলধন হচ্ছে...

এ্যাঁ?

এক ঘন্টা পর...

আপনি প্লাস্টিক অর্থনীতি নিয়ে কী বললেন তার সব বুঝি নি! তবে কাল আরো কাগজ পত্র নিয়ে আপনার কাছে আসব!

দারুন বুদ্ধিমান লোক আপনি! যান আরেকটা লেকচার শুনলে আপনার লোন আমি দিয়ে দেবো।

কী করি বল তো! যতই অনুনয় বিনয় করি-সবাই আমাদের গেটের সামনে ময়লা ফেলে যায়!
কসম খাবে এখানে ময়লা ফেলবে না

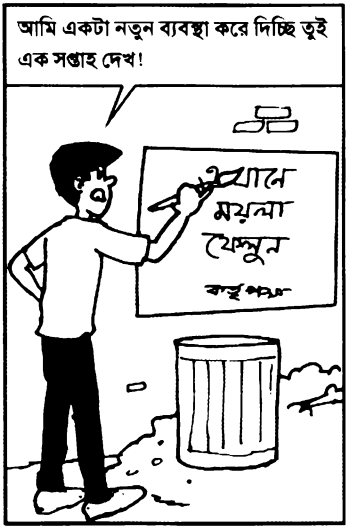
আমি একটা নতুন ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তুই এক সপ্তাহ দেখ!
এখানে ময়লা ফেলুন

এক সপ্তাহ পর
দ্যাখ কেউ একটা কাগজও ফেলে নি!
এখানে ময়লা ফেলুন

মেডিকেল কলেজ
নাক-কান ও গলা
বিভাগ
না! আমি আপনার চিকিৎসা
অন্তত: আজকের
জন্য করব না!

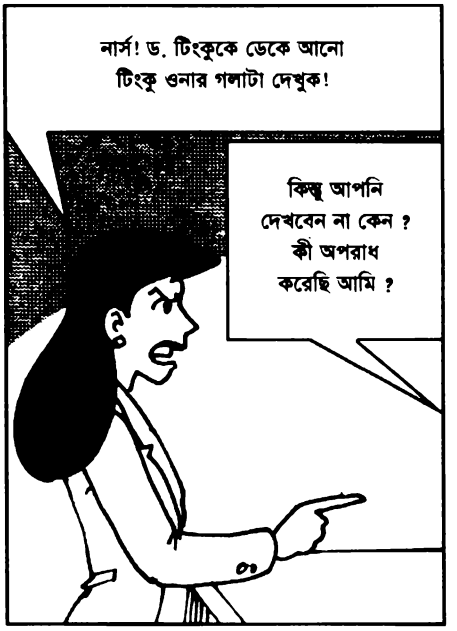
নার্স! ড. টিংকুকে ডেকে আনো
টিংকু ওনার গলাটা দেখুক!
কিন্তু আপনি
দেখবেন না কেন ?
কী অপরাধ
করেছি আমি ?

আপনি একজন ফ্যাশন-অপরাধী! আমি
ফ্যাশন-অপরাধীদের চিকিৎসা করি না!

তোমার ছোট ছেলে আমার সাথে বেয়াদপী করেছে। এর বিচার কর।
কি বেয়াদপী?

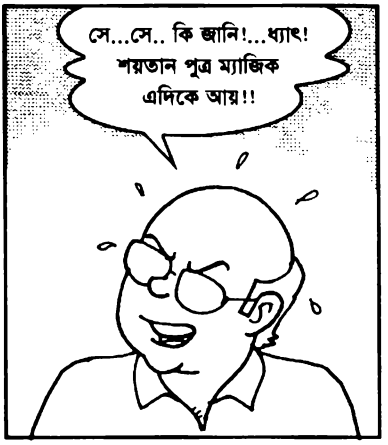
সে...সে.. কি জানি!...ধ্যাৎ! শয়তান পুত্র ম্যাজিক এদিকে আয়!!

হ্যাঁরে পরশু তুই আমার সাথে কি বেয়াদপী করেছিলি মনে আছে ?

বাবা তোমার সাথে আমি কোন বেয়াদপী করিনি-আমাকে বিচার করার কিছু নেই?
করেছিস! করেছিস!

হ্যা! মনে পড়েছে ! আমি হাঁচি দিয়েছিলাম! আর বেয়াদপ ছোঁড়া তুই বলেছিস বাবা তুমি জঘন্য!!

হ্যাঁ! কারণ তোমার সর্দিওয়ালা হাঁচির ফলে আমাকে আমার চুল ডেটল আর শ্যাম্পু দিয়ে ওয়াশ করতে হয়েছে।
ইশ! আবার সীনা জুড়ি!

ট্যাও ও !
ট্যা ও!

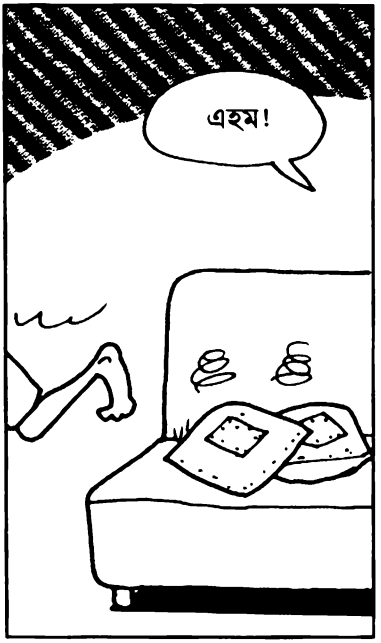
এহম!

আঃ

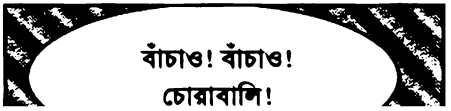
বাঁচাও! বাঁচাও!
চোরাবালি!

একী হচ্ছে!
ইয়াহু!
বুড়া ধামড়া গাধা! ছোট বেলার সাইকেল এভাবে চালানোর মানে কী?
...এর মানে আমরা একটা অন্যরকম সাইকেল রেস করছিলাম আর কি !!

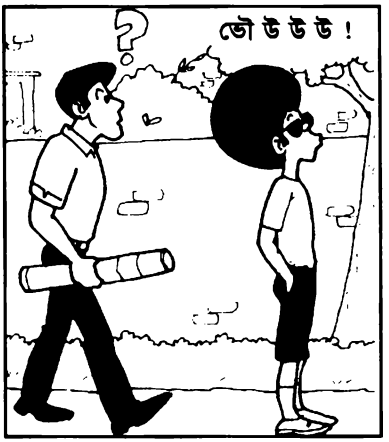

ভৌ উ উ উ !
এই ছোঁড়া! আমাদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে কুকুরের ডাক দিচ্ছ কেন? মোনালিসাকে ডাকছ? বোঝাচ্ছি মজা...
এ্যাঁ ? না! না!
ঐ অশুভ কালো বিড়ালটাকে ভয় দেখিয়ে আমার রাস্তা থেকে দূর করছিলাম !!
এটা কী হচ্ছে ?
Magic
Monalisa
আমি একবারের জন্যও বলিনি আমি তোমাকে ভালবাসি! ওটা কাটো!
Magic
Monalisa
আমি তো লিখিনি তুমি আমাকে ভালবাসো লিখেছি আমি তোমাকে ভালবাসি!
তাহলে ঠিক আছে।
Magic
Monal

বাঃ! স্যার দেখছি দারুন
একটা সেক্স পোট্রেট লাগিয়েছেন!
স্যার ঘরে ফিরলে জেনে নিতে
হবে কোন আর্টিস্ট এত জান্তব
ও ত্রিমাত্রিক ছবি আঁকে !
MONTHLY REPORT
কোন ছবির কথা বলছ, বেসিক?

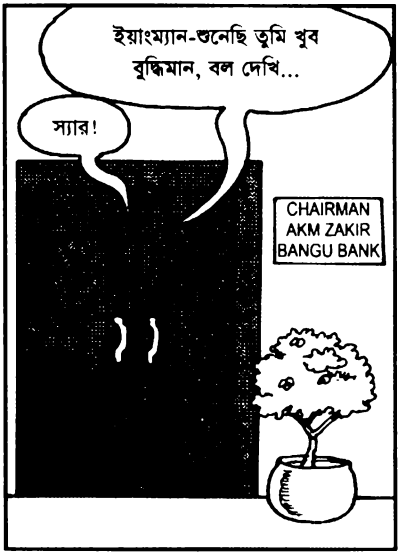
ইয়াংম্যান-শুনেছি তুমি খুব বুদ্ধিমান, বল দেখি...
স্যার!
CHAIRMAN
AKM ZAKIR
BANGU BANK

কী করে দ্রুত আবার ইমেজকে আরো বড় করা যায়।

একটা হতে পারে আপনার সামনে এক বড় ম্যাগনিফাইং গ্লাস বসানো থাকবে!
!?

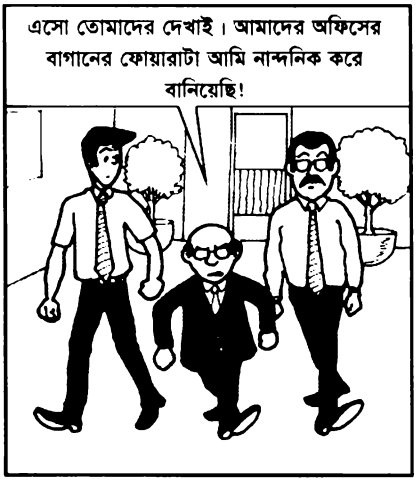
এসো তোমাদের দেখাই। আমাদের অফিসের বাগানের ফোয়ারাটা আমি নান্দনিক করে বানিয়েছি!

একজন বিখ্যাত শিল্পীকে দিয়ে ঐ ফোয়ারার মাঝের ভাস্কর্যটা করিয়ে নিয়েছি। কি দারুন বিমূর্ত ভাস্কর্য!

স্যার বিমূর্ত ভাস্কর্যটা দেখে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়!
দারুণ!

আমাদের ব্যাংকের নতুন সংকট হচ্ছে অতি তারল্য! বিনিয়োগকারীরা ঋণ নেয়া বন্ধ করে দেয়ায় ব্যাংকে অতিরিক্ত টাকা হয়ে গেছে। এটা ব্যাংকের স্বাস্থ্যের জন্য ভাল না।
ইয়াপ্পি!

এহম...টাকা কমাতে হবে! এজন্য তোমাদেরকে বেশি বেশি করে...
জোশ!
ইয়াপ্পি!

বিনিয়োগকারীদের ঋণ দিতে হবে!
এটা কী বললেন ?
আমরা তো ভাবলাম বুঝি কোন নতুন বোনাস দেবেন!
বেশি টাকা? আমার ফ্ল্যাট কিনে দিন!
গাড়ি! গাড়ি!

ব্যাংক থেকে মানুষ ঋণ নিচ্ছে না বলে ব্যাংকে অতিরিক্ত টাকা হয়ে গেছে। এটা ব্যাংকের ব্যবসার জন্য খারাপ। তাই চেয়ারম্যান স্যার আমাকে ডেকেছেন।
BANGU BANK
CHAIRMAN
A.Z.Z AKARIA

ওনাকে বলতে হবে এই অতিতারল্যকে কিভাবে আমরা সামাল দেয়ার পরিকল্পনা করেছি।

আরে এসো এসো...একটু টাকার তারল্যে সাঁতরে নাও...এ সুযোগ আর পাবে না।
৳
৳
৳

সেক্রেটারী, কে এসেছে?
ছোটবেলার বন্ধু আমিন ?
ওকে দু মিনিট বসাও!

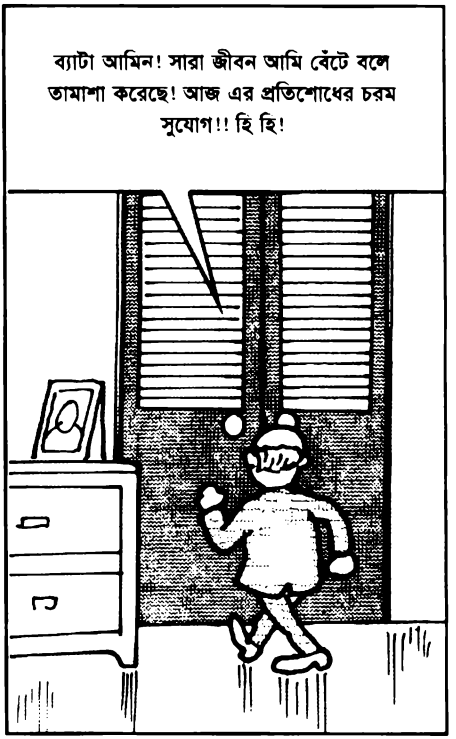
ব্যাটা আমিন! সারা জীবন আমি বেঁটে বলে
তামাশা করেছে! আজ এর প্রতিশোধের চরম
সুযোগ!! হি হি!

সেক্রেটারী ?
আমিন কে
আসতে বল!

হ্যালো, দোস্ত...এ্যাঁ?
আরে আমিন নাকি? আয় আয়...

দোস্ত কম দামে
এই গাড়িটা কিনলাম!
উদ্ভট গাড়ি !

হ্যা-তবে এই গাড়ি তেল কিংবা গ্যাস খায়
না। শুধু প্রতি ৫ কিলোমিটার পরপর

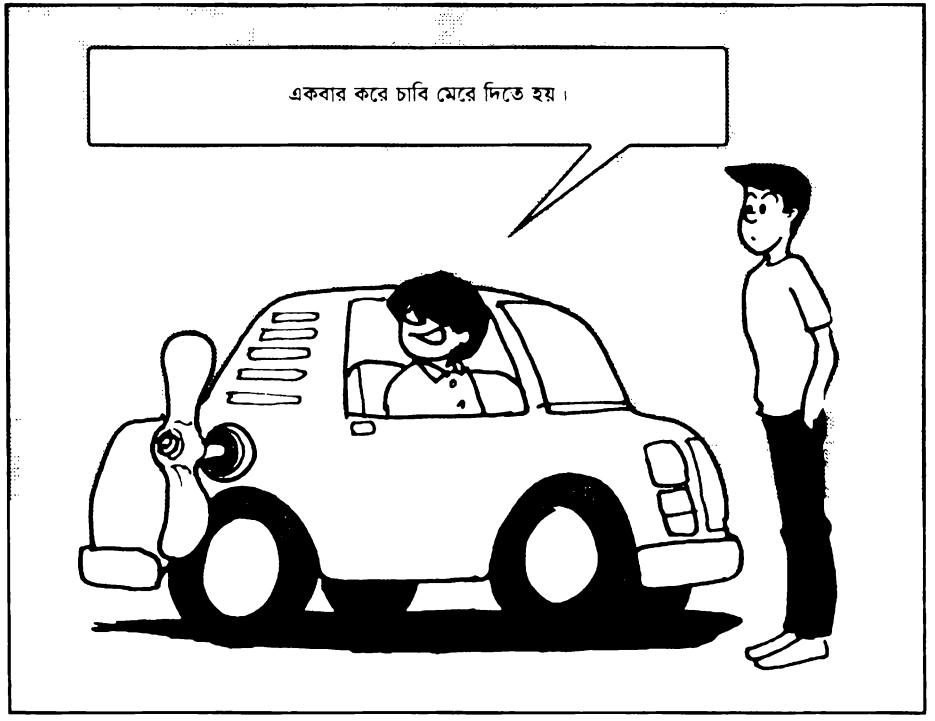
একবার করে চাবি মেরে দিতে হয়।

বু হা হা হা পৃথিবীর মা জাতীয় প্রাণী! আমরা মঙ্গল গ্রহের তস্কর! বাঁচতে চাইলে তোমাদের মূল্যবান ধন সম্পদ এক্ষুনি আমাদের দাও।

একী! এতো ময়লার বালতি!
হ্যাঁ অমন আরো অনেক মূল্যবান সম্পদ আমার কাছে আছে!

বুহা হা হা হা! আমরা মঙ্গল গ্রহের তস্কর...
যা আছে দাও!

তোরা চিল্লাচ্ছিস কেন? আমাকে কি আগে কখনো ফেইস প্যাক দিয়ে বসে থাকতে দেখিস নি?

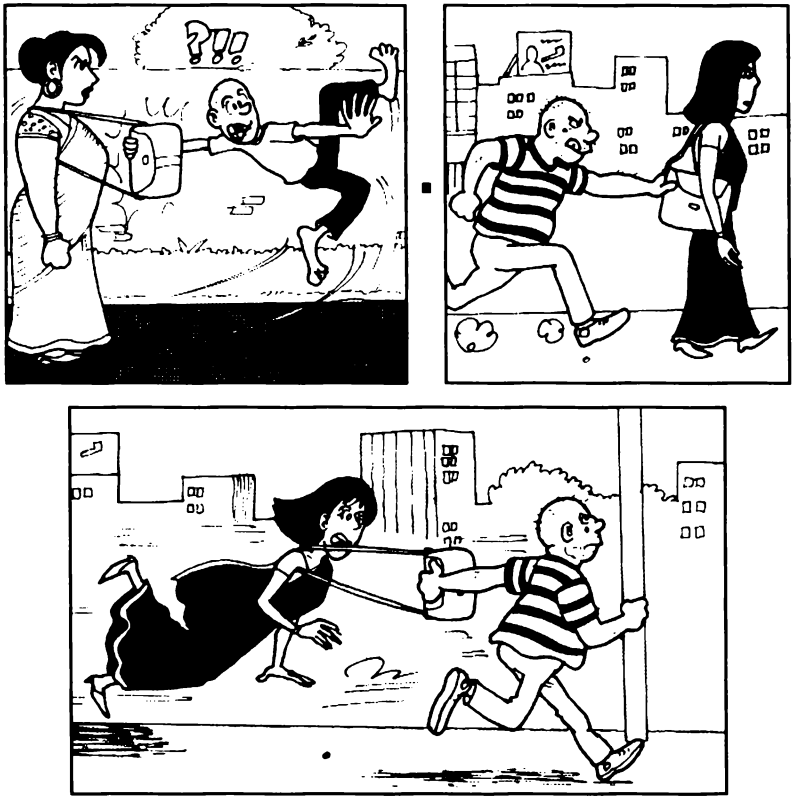

বাপু আমায় একটা
অটোগ্রাফ দেবে !?
অবশ্যই
মা!

ঐ আলগা কাগজের নিচে শুধু
তোমার সাক্ষর দাও!
তোর জন্য সব কিছু দেবো!

ইয়াহু!
তুমি কি টের পেলে যে তোমার
মেয়ে তোমাকে দিয়ে একটা ব্ল্যাংক
ব্যাংক চেক সাক্ষর করিয়ে নিল ?

ঐশ্বরিয়ার সংসারে নাকি আগুন? স্টেজ ভেঙ্গে আদনান সামি নাকি আহত? মনপুরার সিকোয়েল নাকি তানপুরা ? তিন্নী নাকি সিনেমায় আসছে? বল না!!
মলি তুমি আবারো জ্বালাচ্ছ আমি পড়ছি দশ ট্রাক অস্ত্রের সংবাদ আর তুমি চাইছ নায়ক নায়িকা সংবাদ! আমাকে পড়তে দিচ্ছ না!
এই নাও বিনোদন পাতা!
আরে আমি পড়লে তুমি আছ কেন ? পড়ে শোনাও!
সকালের সংবাদ পড়ছি ম্যাজিক আলী। প্রথমে সংবাদ শিরোনাম
রকস্টার ওজি ওজবর্ন পাগল হয়ে গেছে। ইভা লঙ্গেরিয়ার রূপের আগুন নেভাতে দমকল। গায়ক ফিল কলিন্স তার টাকে চুল বসিয়েছে ফার্ম গেটের এক দোকান থেকে...
এসব না। আমরা দেশী ও উপমহাদেশীয় তারকা দের সংবাদ চাই- যেমন বিন্দু কি প্রেম করছে?
সাকিন সারিসুরি কী জিনিষ?
হ্যাঁ রানী কি হারিয়ে গেল ? MTV-র রোডিকে কে জিতল?

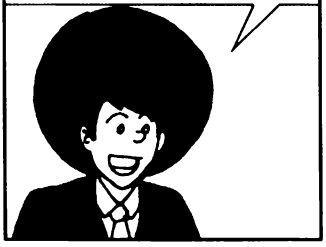

তুই না বললি জগতের সব বিনোদন সংবাদ তুই এক্ষুনি আমাদের দিতে পারিস? কই ?
দিচ্ছি ! দিচ্ছি!

ম্যাডেস্ট জানতে চেয়েছ ঐশ্বরিয়ার সংসারে আগুন! ইন্টারনেট সংবাদ: সঠিক। ঐশ্বরিয়ার রান্নাঘরে গতকাল আগুন লেগে গিয়েছিল। নেভানো হয়েছে।

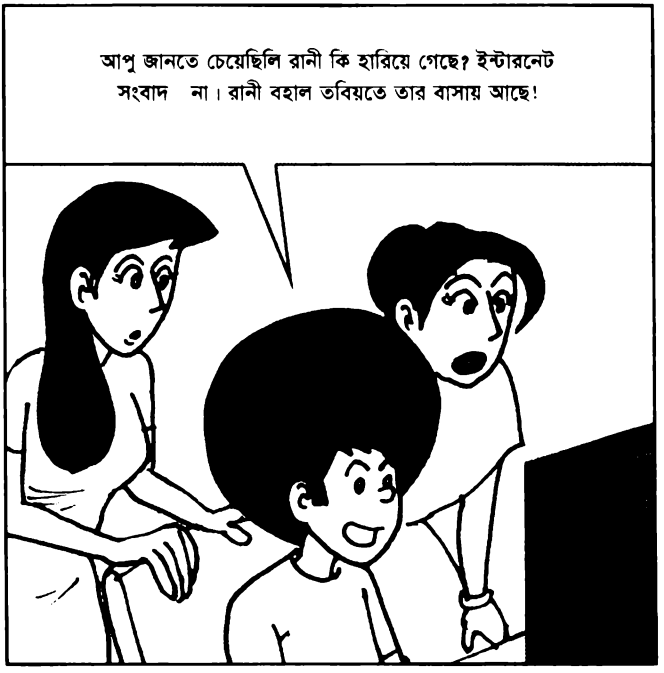
আপু জানতে চেয়েছিলি রানী কি হারিয়ে গেছে? ইন্টারনেট সংবাদ না। রানী বহাল তবিয়তে তার বাসায় আছে!

কাল আমার MS EXCEL কোর্সের পরীক্ষা,
অথচ কিছুই শিখি নি।
সস লন
হিল্লোল
ভাই!

এজন্য এই ৫১২ মেগাবাইট মেমোরি চিপে
পুরো এক্সেল কোর্সটা কপি করেছি!
তুই
নকল
করবি ?

মেমোরি চিপটা খেয়ে
মেমোরি বাড়াব!

তোমাকে আমি কি
মনে করি এটার প্রমান
হিসেবে এই এমারেল্ডের
আংটি তোমায় দিচ্ছি

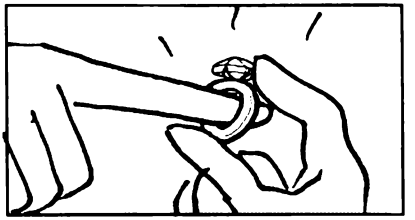

?!

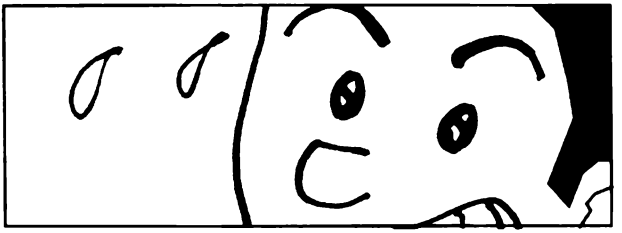

হুঁ বুঝলাম তুমি আমাকে
কচি খুকী মনে কর!

বেসিক! তোমার রুমে অনেক মশা মাছি বেড়ে গেছে, না ?
এ্যাঁ ? কই ?
চিন্তা নেই- আমি স্প্রে করে দিচ্ছি!
ফুস! ফুস!
?
আরো স্প্রে করব ?
এই যে বেসিক!!
কী চাই-এ্যাঁ! তুমি খামোখা আমায় খোঁচাও কেন? আমার গার্লফ্রেন্ড আছে!
তোমাকে খোঁচাতে মজা লাগে ?
থামো! রেবেকা তুমি আমাকে হ্যারাস করছ!
হা হা হা...!

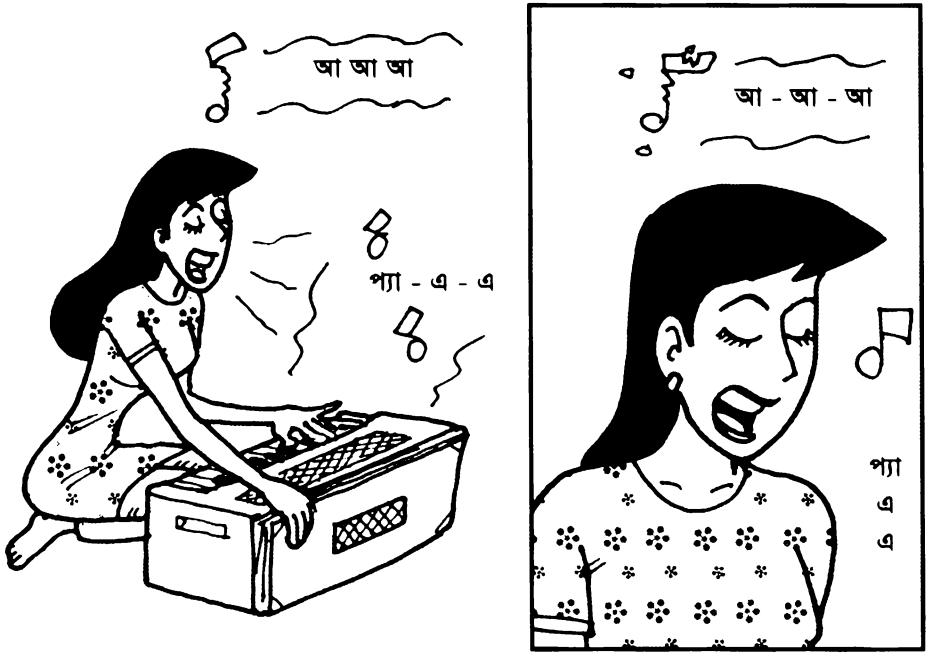
আ আ আ
প্যা - এ - এ
আ - আ - আ
প্যা
এ
এ

হ্যাঁ রে-কে বলেছে তোর গানে আবেগ নেই?
তোর তো গলায় দারুণ আবেগ।
সত্যি
বলছিস
ভাইয়া?
হ্যাঁ! তবে তোর মর্মস্পর্শী "আ-আ"-র
সাথে একটু "বাঁচাও! বাঁচাও" গাইলে
আরো ভাল হয়!

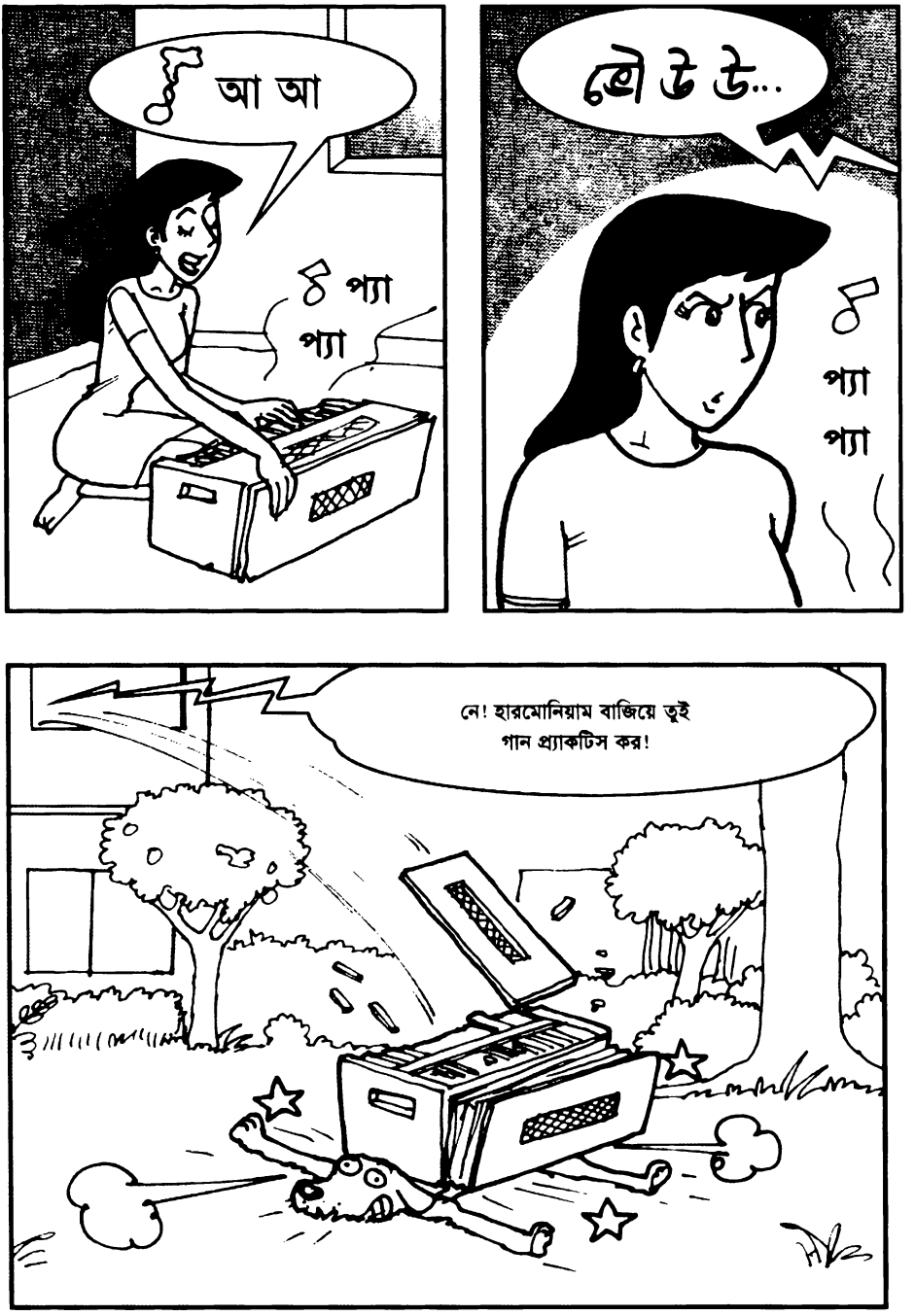
আ আ
ঠ প্যা
প্যা
হ্রৌ উ উ...
ঠ
প্যা
প্যা
নে! হারমোনিয়াম বাজিয়ে তুই
গান প্র্যাকটিস কর!

আমি লেখক হলে সাইন্স ফিকশন এডভেঞ্চার গল্প লিখতাম: জুপিটার ভ্রমনে জুডার!
GENIUS
আমি হতাম দার্শনিক লেখক: বিশ্ব শান্তির ১০০১ টি উপায়।
আমার ফ্যাশন বই হতো যুগান্তরকারী ব্লাউজে পকেট ও ওড়নায় ব্যাগ !
আমি হতাম কবি শিষ্য তালিব আলী। আমার বই হতো গীত অঞ্জলি। নবেল প্রাইজ পেতাম !
আর আমি মনস্তত্বের বই লিখতাম কিভাবে পাগল ছাগলদের সাথে সুস্থ ভাবে বসবাস করবেন।

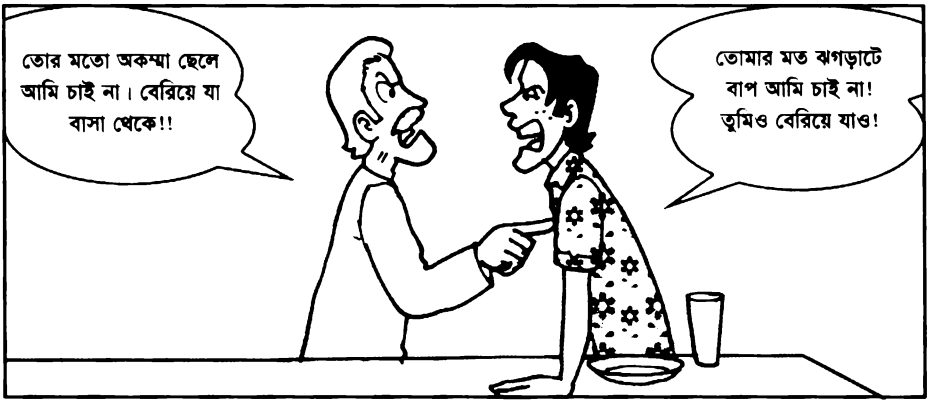
তোর মতো অকম্মা ছেলে আমি চাই না। বেরিয়ে যা বাসা থেকে!!
তোমার মত ঝগড়াটে বাপ আমি চাই না! তুমিও বেরিয়ে যাও!

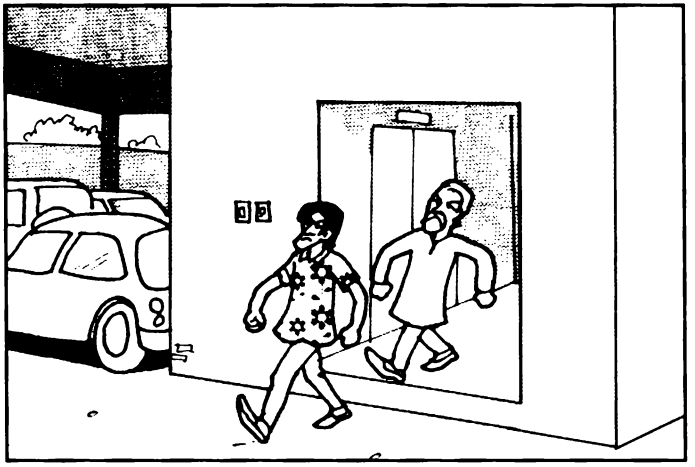

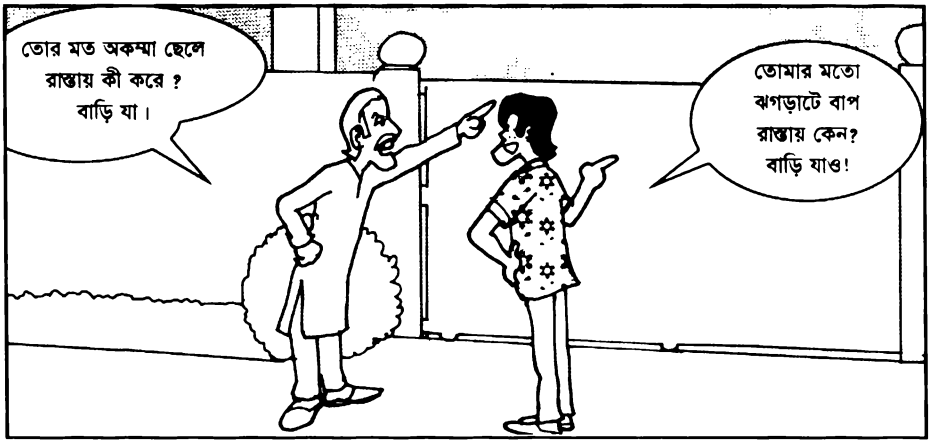
তোর মত অকম্মা ছেলে রাস্তায় কী করে ? বাড়ি যা।
তোমার মতো ঝগড়াটে বাপ রাস্তায় কেন? বাড়ি যাও!

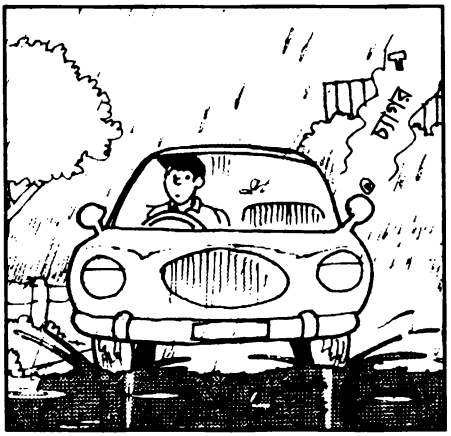
চাপুর

স্টার্ট বন্ধ হবার আর সময় পেল না।
চাক! চাক!

এ জন্যই আমি বর্ষাকালে গাড়ির ভেতর একটা বৈঠা রাখি... হেঁইও!

ঘুসখোর চোট্টা সিটি কর্পোরেশন! স্টুপিড রাজউক! সব চোর আমাদের ভোগায়!

ড্রেনেজ সিস্টেম থাকে না...একটু বৃষ্টি হলে শহর তলিয়ে যায়... ওনারা আবার খোঁড়াখুড়ির প্রজেক্ট করে?! বলি কারা এতে খুশি হয়?

ফ্রি সুইমিং পুলের জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ !
ইয়াহু!

আরে ঐ বিদেশী কুত্তা-পাসপোর্ট ভিসা ছাড়া অবৈধভাবে আছিস কিছু কই না। এহন আমার বাড়ির গেট দখল করছস- সাহস তো কম না। ভাগ! নাইলে এক্কেরে ছিঁড়া ফালামু...!
ঘাউ!
মোরে মারলে! মোরে মারলে!
একী মার্স! ফূর্তি কিসের ?

কেউ!
কেউ!
কেউ!
কেউ!
হা হা হা...
ফ্রি বিনোদনের
জন্য ধন্যবাদ
কটাশ!

খ্যা-খ্যা
খ্যা-খ্যা
খ্যাৎ!
ঘাউ
ঘাউ
ঘাউ
ঘাউ
মার্স!
চুপ কর তুই
মার্স!

খ্যা
খ্যা
খ্যা
খ্যাৎ!
ঘাউ
ঘাউ
ঘাউ
ঘাউ
আচ্ছা
ঠিক
আছে!

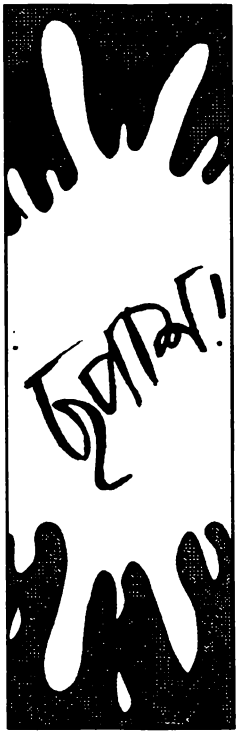
চুপাস!

এবার খুশী তো ?
খ্যাক খ্যাক
খ্যাক খ্যাক!
?!

এদিকে আয়, তোকে পুরানো জিনিষ পত্র দিয়ে স্মার্ট বানাই!

নড়া চড়া করিস না!

হু! এখন মার্সকে আলী পরিবারের সদস্যের মতো লাগছে।

স্যার দুইডা ভিক্ষা দিয়া যান!

এই বুড়া মানুষডারে ভিক্ষা দিলে অনেক সোয়াব হইব স্যার!!

দুরো ! এইডা তো ম্যাজিকের বোকা কুত্তাডা!

গাধার বাচ্চা মার্স! ঘুম থেকে ওঠ!
চল হেঁটে আসি!

সারাদিন ঘুম আর রাতের বেলা
ঘেউ ঘেউ! তুই যদি আমি হতি-
তাহলে বুঝতি ঠ্যালা কাকে বলে!

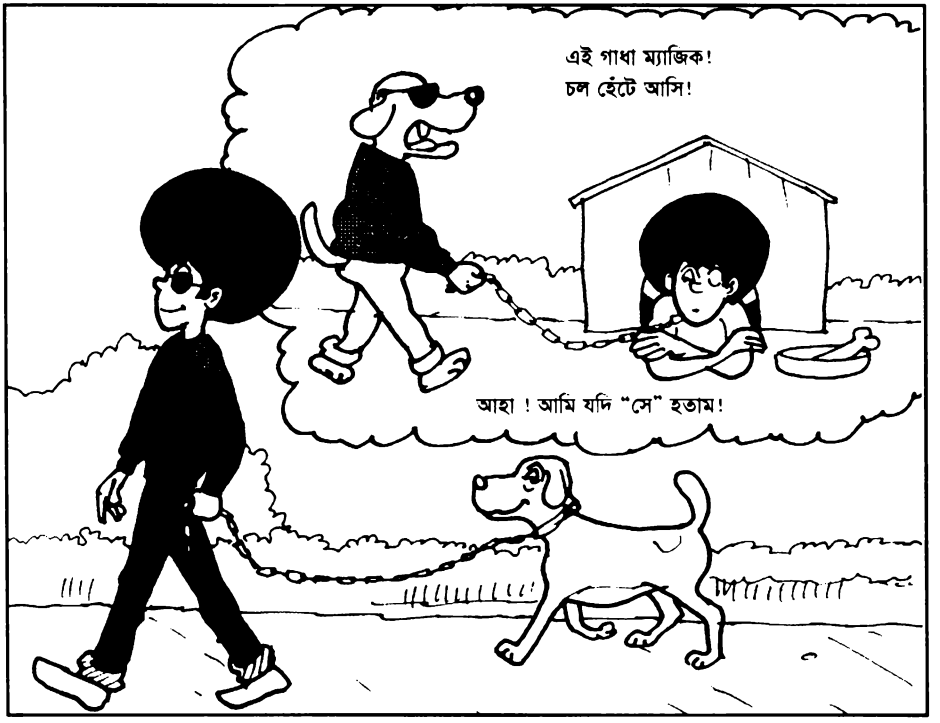
এই গাধা ম্যাজিক!
চল হেঁটে আসি!
আহা ! আমি যদি "সে" হতাম!

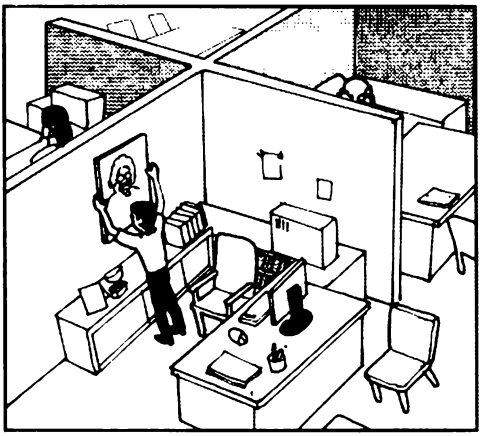

EINSTEIN
ওকী! মাথার ওপর আইনষ্টাইনের মুখ ভ্যাংচানো ছবি টাঙ্গিয়েছ কেন?

...হান্দাদ সাহেবের সিটটা ঠিক এই বরাবর, এখন থেকে উনি যতবার আমার দিকে তাকাবেন, ততবার এই ভ্যাঙচানোটা দেখবেন। আবার আইনস্টাইন বলে প্রতিবাদও করতে পারবেন না!

এমডি সাহেব! এম ডি সাহেব!

আসুন দেখে যান আপনার বিশ্বস্ত ব্যাংকিং টিম আসলে কীভাবে মিটিং করে...
??

...এ বছর আমদানীর প্রবৃদ্ধি ঘটবে বলে আমাদের প্রায় ৩০% বেশী L/C খুলতে হবে।
হ্যাঁ, আর ম্যাক্রো ইকোনোমি...

বিশ্বাস করেন স্যার ওরা সব ঘুমাচ্ছিল...কীভাবে যেন টের পেয়ে গেছে যে আমি দেখে ফেলেছি!

ভাই-দুটো মিনিট বসেন। আমি হাতের জরুরী কাজটা কম্পিউটারে আগে সেরে ফেলি।
কোন সমস্যা নেই... আমি অপেক্ষা করছি!
ডাবল কিল!
মাল্টি কিল !
কিলিং স্প্রী.. র‍্যামপেইজ!
আপনি কি আমাকে বসিয়ে রেখে পিসি-তে UNREAL TOUNAMENT গেম খেলছেন?
এ্যাঁ...না...তো!!

দশ ট্যাকা!! বাঃ !

আরে...ট্যাকায়
দেহি দৌড়ায়!
সাই

থাম! থাম! নাইলে দিলাম
পিছার বাড়ি
সাঁই ই!

হাতে নাতে ধৃত !

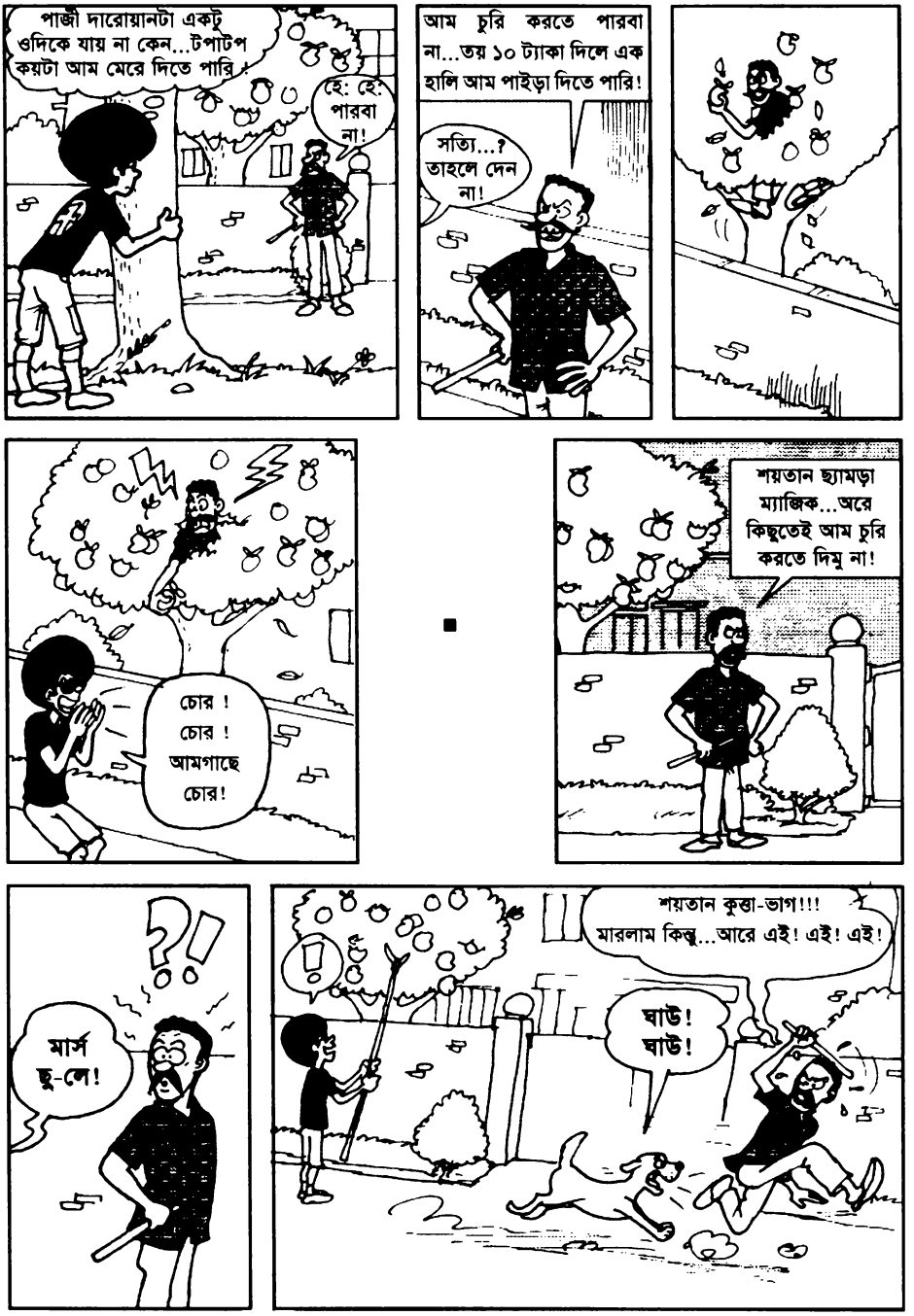
পাজী দারোয়ানটা একটু ওদিকে যায় না কেন...টপাটপ কয়টা আম মেরে দিতে পারি
হে: হে: পারবা না!
আম চুরি করতে পারবা না...তয় ১০ ট্যাকা দিলে এক হালি আম পাইড়া দিতে পারি!
সত্যি...? তাহলে দেন না!
চোর ! চোর ! আমগাছে চোর!
শয়তান ছ্যামড়া ম্যাজিক...অরে কিছুতেই আম চুরি করতে দিমু না!
মার্স ছু-লে!
শয়তান কুত্তা-ভাগ!!! মারলাম কিন্তু...আরে এই! এই! এই!
ঘাউ! ঘাউ!

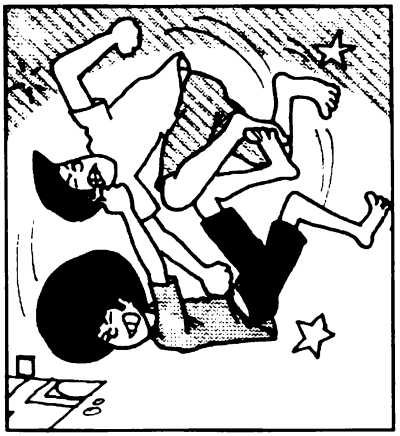

আর চুরি করবি?
কেন চুরি করা কি তোমার একার অধিকার?

ও! তার মানে এতক্ষন তোরা দুভাই মিলে লুডুতে চুরি করে আমাকে হারাচ্ছিলি? দাঁড়া, দেখাচ্ছি!
আরে! আরে !
আমি না! ভাইয়া চোর!!

আর চিটিং করবি !

করব! লুডু খেলায় আমরা চিটিং করব! আমরা চিটার !! আমরা চিটার !!!

ব্যা ব্যা...এ... এ...ওদের মেরে আমার হাত ভেঙ্গে গেছে...
ব্যা ব্যা...এর বিচার কর!
চিটিং...না আমরা বলছি, টিচিং করব!

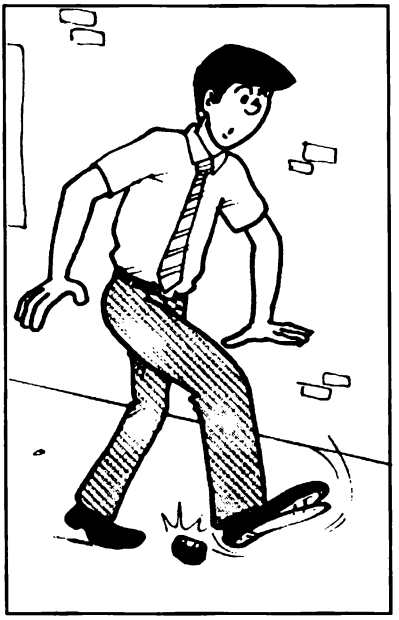

আমার জুতোটা একটু
ঠিক করে দিন!

...আমি মুচি...মেথর না!

হ্যাঁরে গাধা তোকে কে বলেছে বব মার্লে জামাইকার গায়ক? সে হচ্ছে বরিশালের লোক!

ওর আসল নাম বব ডিলান, ১৯৬৩ সালে বরিশালে কনসার্ট হলে দাঁড়িয়ে সে দর্শকদের বলে: মুই বব..ডেলান। ব্যস! সাথে সাথে বরিশালীরা তাকে ঢিলানো শুরু করল...

...ঢিল খেয়ে বব গিটার ফেলে চিৎকার মোরে মারলে! মোরে মারলে! সেই থেকে নাম হয়ে গেল বব মার্লে। রাগে সে দেশ ত্যাগ করে জামইকা চলে যায়...

হা হা হা হা হা...!

হা হা... খ্যাক !!
খ্যা...খ্যা...খ্যা...
খুক! খুক!
তাহলে আরেকটা ঘটনা বলি শোন!

তোর ষড়যন্ত্র!! তুই আমাকে সত্যি সত্যি হাসিয়ে হত্যা করার চক্রান্ত করেছিস! তোর জোক আমি শুনব না!

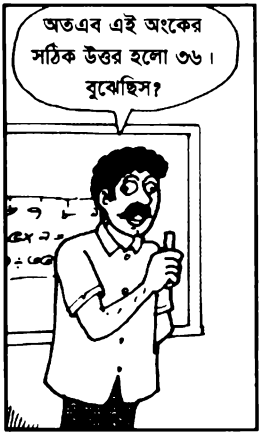
অতএব এই অংকের সঠিক উত্তর হলো ৩৬। বুঝেছিস?

কিন্তু স্যার আপনি সময় হিসেব করেছেন ১ থেকে ১০ পর্যন্ত। কিন্তু এটা হওয়া উচিত ০ থেকে ৯ পর্যন্ত। সেই হিসেবে উত্তর হতো ৪০। কোনটা ঠিক?

শয়তানটা তো ঠিকই বলেছে... কোনটা ঠিক?

আজ এখানেই ক্লাস শেষ! আমি যাই!
দোস্ত, তুই একটা আঁতেল এবং শয়তান!
সাবাশ!

দ্রুত পুরানো অংকগুলোর রিভিশন কর। বল, একটি তৈলাক্ত পিচ্ছিল বাঁশ বেয়ে একটি বানর যদি...
উত্তর : ১৮ ঘণ্টা ৩ মিনিট,

...একটা চৌবাচ্চার ৩টি নল আছে। এর দু'টি...
উত্তর ১৩ ঘন্টা!

বেয়াদপ ছেলে-স্যারের মুখে মুখে কথা!?! এই ওর মুখে টেপ মার!
(হাই) এরপর দুই ট্রেনের অংকের উত্তর ৩৪ মিনিট!

মিয়াও!

আমি জানি কোন শয়তান আমার ক্লাসে বিড়ালের ডাক দিচ্ছে! ম্যাজিক? বেঞ্চের ওপর দাঁড়া!
কিন্তু স্যার

?
স্যার-বিড়ালটা অংক শিখতে চাইলে আমার দোষ কী?
মিয়াও!

হুম!
স্যার, আপনের
চা আর কলা।

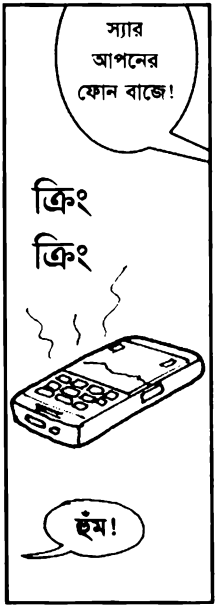
স্যার
আপনের
ফোন বাজে!
ক্রিং
ক্রিং
হুঁম!

হ্যালো ? হ্যালো ?
কী ব্যাপার-কথা
নেই কেন ?
স্যার আপনে আবারও কলার লগে
কথা কইতাছেন!
ক্রিং
ক্রিং

কিরে এখানে দাড়িয়ে কি এত ভাবছিস
এ্যা?
মাত্র ৫০০ টা
MS Excel
ম্যাজিক শিখুন
৫০০ টাকায়

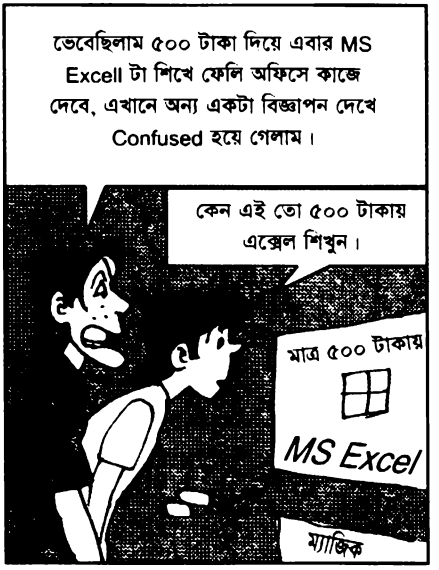
ভেবেছিলাম ৫০০ টাকা দিয়ে এবার MS Excell টা শিখে ফেলি অফিসে কাজে দেবে, এখানে অন্য একটা বিজ্ঞাপন দেখে Confused হয়ে গেলাম।
কেন এই তো ৫০০ টাকায় এক্সেল শিখুন।
মাত্র ৫০০ টাকায়
MS Excel
ম্যাজিক

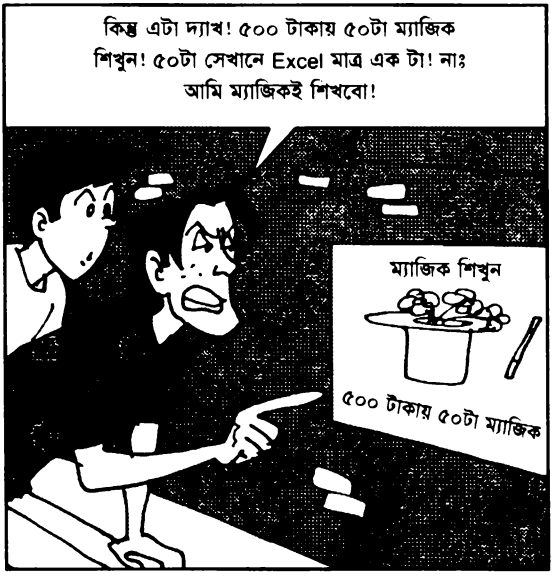
কিন্তু এটা দ্যাখ! ৫০০ টাকায় ৫০টা ম্যাজিক শিখুন! ৫০টা সেখানে Excel মাত্র এক টা! নাঃ আমি ম্যাজিকই শিখবো!
ম্যাজিক শিখুন
৫০০ টাকায় ৫০টা ম্যাজিক

সাড়ে তিনটা বেজে গেছে। এক্ষুনি
ম্যাজিক নীচ থেকে কুকুরের
ডাক দিয়ে জানাবে সে এসেছে!

ঐ যে
এসে গেছে

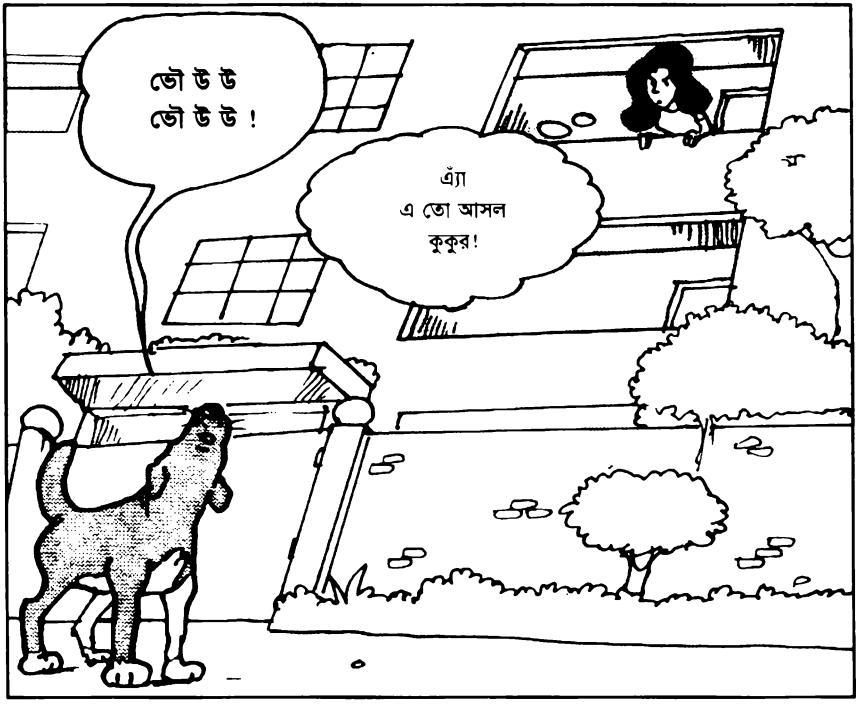
ভৌ উ উ
ভৌ উ উ !
এ্যাঁ
এ তো আসল
কুকুর!

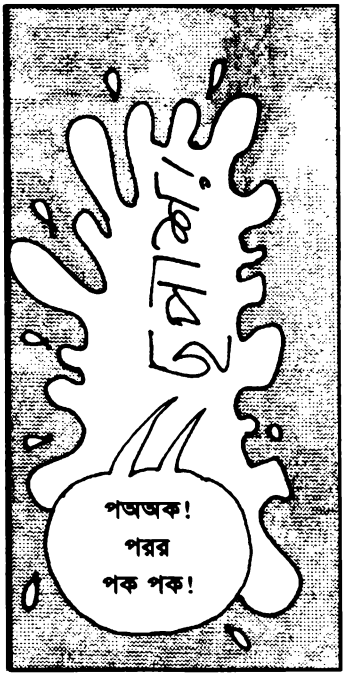

ছিঃ! আমার মুরগী হয়ে তোরা ড্রেনে নেমেছিলি! আজ তোদের গোসল করাব !
কক ক?
পঅক!
পঅঅক! পরর পক পক!
এবার তোদের হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে ব্লো-ড্রাই করব!
বনননন!
ক্যা এক!
এবার পারফিউম মেরে দিচ্ছি ...এই যে দেখ তোদের এখন চেনাই যাচ্ছে না!

কিছু মনে করবেন না স্যার! চোখ উঠেছে তো তাই সানগ্লাস পড়েই মিটিং করছি।

বেসিক হচ্ছে সত্যিকারের ব্যাংকার। চোখ উঠেছে বলে তোমাদের মতো ছুটি নেয় নি। সানগ্লাস পরে অফিস করছে।

ঘ্র...ফুররর!
ঘ্র...ফুররর

স্যার ! স্যার ! স্যার আমার নাকও উঠেছে! তাই শব্দ হচ্ছিল!

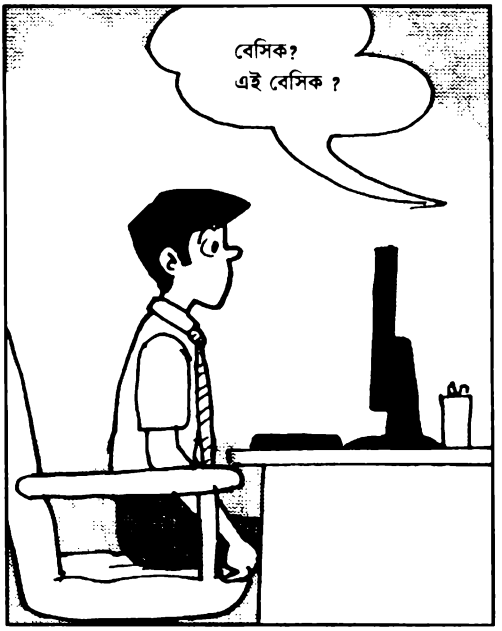
বেসিক?
এই বেসিক ?

বেসিক ?
এ্যাঁ?

শশশ! কাউকে বলো না! আমি চোখ খুলে
ঘুমানোর অভ্যাসটা ভালই রপ্ত করে ফেলেছি!

EXCUSE ME. আমার মিটিং এ
নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে কে?
ঘ্র! ঘ্র!
জ্বী স্যার!

ওকে উঠাবার দরকার
নেই। সবাই মিলে ওকে
চেয়ারসহ একদম বাইরে
রেখে এসো!
ঘ্র!
ঘ্র!
জ্বী!
ঘ্র!

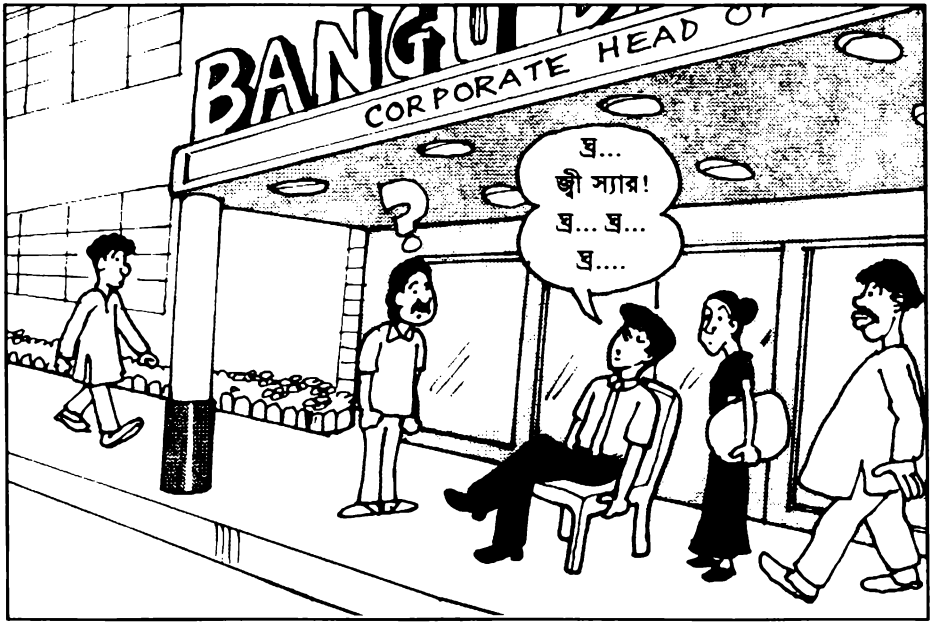
CORPORATE HEAD
ঘ্র...
জ্বী স্যার!
ঘ্র... ঘ্র...
ঘ্র....

আপনারা নিশ্চয় ভাবছেন কি ব্যাপার মিটিং ঘরে চেয়ার নেই কেন? কারণ আজ আমরা দাঁড়িয়ে মিটিং করব।

কেন? কারন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়া সম্ভব না। মিটিং এ ঘুমিয়ে পড়াটা ইদানিং মহামারীতে পরিণত হয়েছে। তাই দাঁড়িয়ে মিটিং করাই শ্রেয়!

তাছাড়া আজকের মিটিংয়ে আমি যা বলবো তা অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেশী বিরক্তিকর!

এহম...স্যার...
কয়টা বাজে স্যার?
হুম...বারোটা...
আউ! উঃ!
আউ...উঃ পুড়ে গেলাম !!
এই নাও বাজির
৫০০ টাকা!

আজ হাদ্দাদ সাহেবের জন্মদিন, এই কেকটা আমাদের বিভাগ থেকে উপহার দিচ্ছি।
ফাউল লোকটাকে আমরা কেক দেবো?

হাজার হলেও উনি সিনিয়র কলিগ যাও কেকটা ওনার টেবিলে রেখে এসো।

ঠিক হ্যায়!

পরে
ইয়াল্লা! মরিচ ওয়ালা কেক দিয়ে ওরা আমায় মারতে চায়....

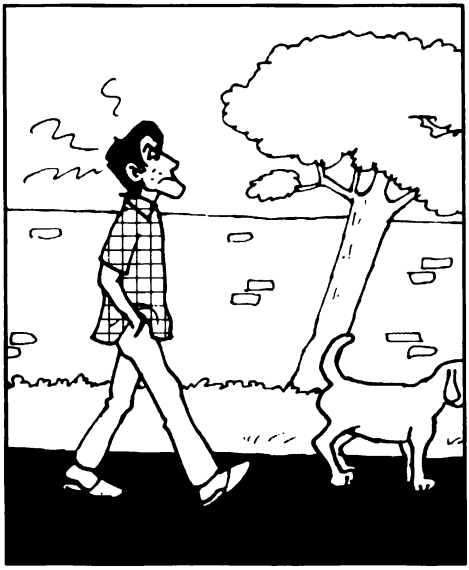

?!?

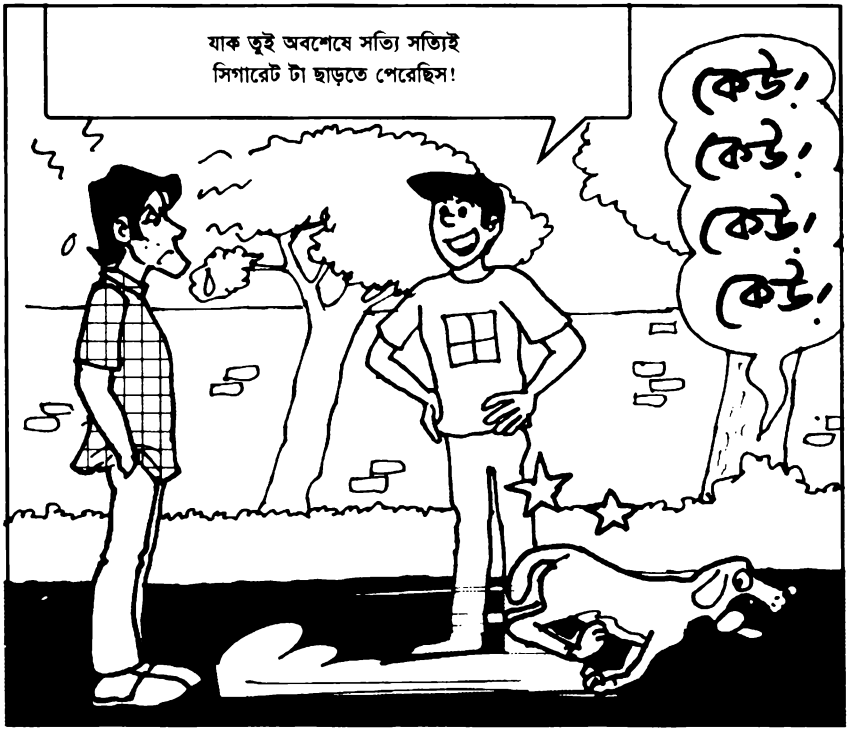
যাক তুই অবশেষে সত্যি সত্যিই
সিগারেট টা ছাড়তে পেরেছিস!
কেউ!
কেউ!
কেউ!
কেউ!

ওস্তাদ
বামে প্লা...?!!
...প্লাস্টিক না ওস্তাদ...
বামে লোহা...সাবধান!

কস কী...রাস্তার ওপর দা লোহা আইলো
কোইথ থেইকা ?

না-আমি আজ তোমার সাথে 'মুখপোড়া' সিনেমা দেখতে যাব না। গত সপ্তাহে যখন আমি বললাম চল যাই সেদিন তো ভাব দেখালে।

মুখপোড়া
মহা দুঃখের ছবি
চলিতেছে
ঘ্র ঘ্র!
ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ!
ভ্যা এ এ !
কোন শ্লা আমার রিয়াকে আঘাত করেছে?
একদম খুন করে ফেলব!
তড়াক!

এই নাও স্টিয়ারিং হুইল,
তোমার বাসা
মাত্র ৫০০ গজ দূরে।
ঐ টুকু চালাও!
কিন্তু আমি তো
চালাতে জানি
না। আর ভয় পাই!
আরে ভয় কিসের?
এক্সিডেন্ট? হা: হা:
এ গাড়ি দিয়ে এক্সিডেন্ট
হয় না। নাও বসো।
আমাকে এমনিতেই এখন
গাড়ি ঠেলতে হবে !!

কী রহিম-মেয়ের মুরগীর খোঁয়াড় শক্ত করে বানাচ্ছ তো? একমাত্র মেয়ে আমার!
স্যার-শুকায়া লউক-তখন দেইখেন!
ইয়াইক্কো!
!!

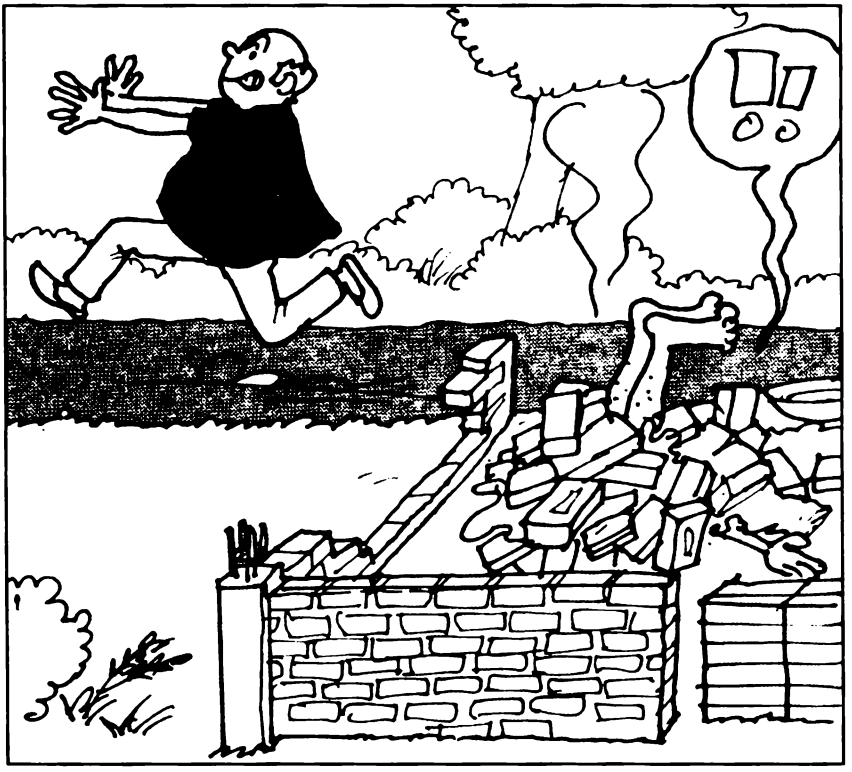

হ্যাঁ রে-অবশেষে তুই
টাংকি মারার উপযুক্ত
মেয়ে পেয়েছিস-না?
মেয়েটা কিন্তু
বেশ সুন্দরী
দারুন
সুন্দরী!
তবে মনে হয়
মেয়েটা বয়সে
একটু বেশী
ছোট !
এ্যাঁ! কার
কথা বলিস?
আমি তো দেখছি
ঐ নায়িকার পোষ্টার

দুর্ধর্ষ বিজ্ঞানী জুডারের নতুন গল্প, জুডার মেগালান গ্রহের শয়তানদের থেকে রাজকন্যা মোনালিসাকে উদ্ধার করে পালাচ্ছে।

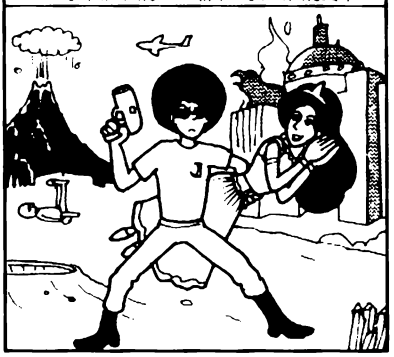

গাদ্দার সেনাপতি ভান্টু এক লেজার তরবারী নিয়ে পথরোধ করে।

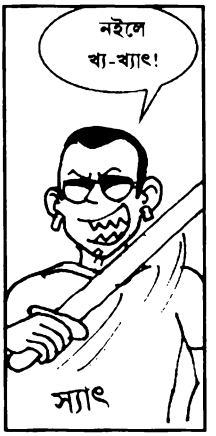

জুডারের গল্প গাদ্দার সেনাপতি ভান্টু নিজের কল্লা নিজেই কাটার পরও মরে না। জুডার বুঝে পাচ্ছে না কি করে ভান্টুকে মেরে সে রাজকন্যা মোনালিসাকে নিয়ে এই গ্রহ থেকে পালিয়ে যাবে।

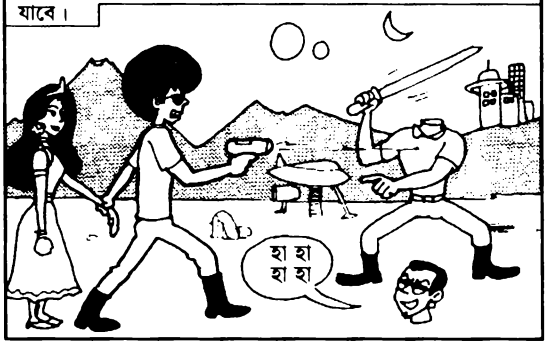

দুর্ধর্ষ বিজ্ঞানী জুডার হঠাৎ বুঝতে পারল ভান্টু কেন মরে না। ওর মগজ ওর মাথায় নেই।

ওর হাঁটুতে গুলি করা মাত্র ভান্টুর দফা রফা হলো।

মোনালিসা, তোর বরাতে আজ বহুদিন পর কোন খাচ্ছি!
খাওয়ানোর জন্য ধন্যবাদ ভাইয়া!
মাইয়ার আইসক্রিম

এই আইসক্রিমওয়ালা!

আমাকে একটা কোন দিন!
মাইয়ার আইসক্রিম

মোনালিসা লক্ষ্মী বোন তোকে আইসক্রিম কিনে দিয়েছি। এবার ঐ মেয়েটার নাম আর ফোন নম্বার জোগাড় করে দে!!
এ্যাঁ? আমার লাভ কি?

নাম্বার না এনে দিলে ঐ ঝাকড়া চুলের ফাজিল ছোড়াকে আমি সাইজ করব?
এ্যা?

এই যে আপু-আমার ভাই আপনার নাম আর ফোন নাম্বার চায়!
আমাকে ডোবালো!

তোমার তাগড়া ভাইটা আমার নাম- ফোন নাম্বার নেয়ার দুধর্ষ কাজটা তার কিউট ছোট্ট বোনকে দিল কেন ?

আমার বোন মিথ্যে বলেছে! আমি...
ও...আমার ফোন নাম্বার আপনি চান না?
না!

আমি কিন্তু ফোন নাম্বার দিতে প্রস্তুত ছিলাম!
এ্যাঁ?

আমি একটা পাঁঠা! সুযোগ পেয়েও ঐ মেয়েটার ফোন নাম্বার নিতে পারলাম না!
আপু...দাঁড়ান!
হু?

আমরা এ পাড়ায় কয়েক মাস হলো এসেছি। আমার ভাই মনসুর একজন আর্কিটেক্ট, আমি মোনালিসা-ক্লাস নাইনে পড়ি!
মোনালিসা? কি আশ্চর্য!

আমার ছোট ভাই ম্যাজিক "জুডার" নামের উদ্ভট এক গল্পের সিরিজ লিখেছে যার নায়িকার নাম কিনা রাজকন্যা মোনালিসা...।
আপনার ভাই ম্যা..ম্যা ম্যা ম্যাজিক?

কীরে বল্টু কী হলো তোর !?
ইয়েতি!!

তোদের বাগানে একটা ইয়েতি অথবা কোন ভীনগ্রহী জন্তু ঘোরাফেরা করছে!

আজ উত্তরা-বাতাস বইছে বলে বাবা সাবধানতা অবলম্বন করে গরম পোশাক পড়েছে!

কি হাড় কাঁপানো বাতাস আজ! ভাগ্যিস গরম কাপড় পরে আছি!

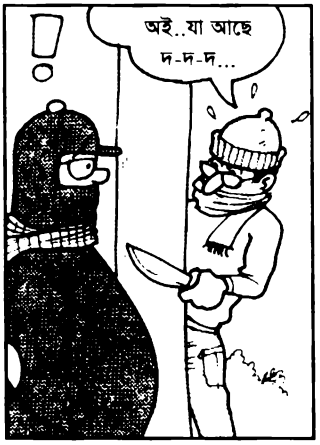
!
অই..যা আছে
দ-দ-দ...

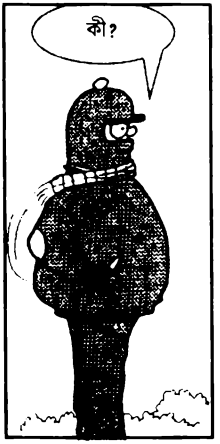
কী?

সরি ওস্তাদ...বুঝতে পারি নাইক্কা যে সেম-সাইড হয়া যাইতাছে...?

তোমরা সবাই থামো! এভাবে মারলে তো ছিনতাইকারিটা মরে যাবে!

না-বেসিক ভাই! এই বদমাইশটা ছিনতাই তো করিছেই বহু লোকরে ছুরি দিয়া আহতও করছে। ওরে না মাইর দিলে হইব না!
তা হলেও ওকে বর্বরভাবে মেরো না!

লাইন ধরে দাঁড়ান! এক সেন্ডেলের বাড়ি ফ্রি। দ্বিতীয়টা ১০ টাকা দিয়ে মারতে হবে।

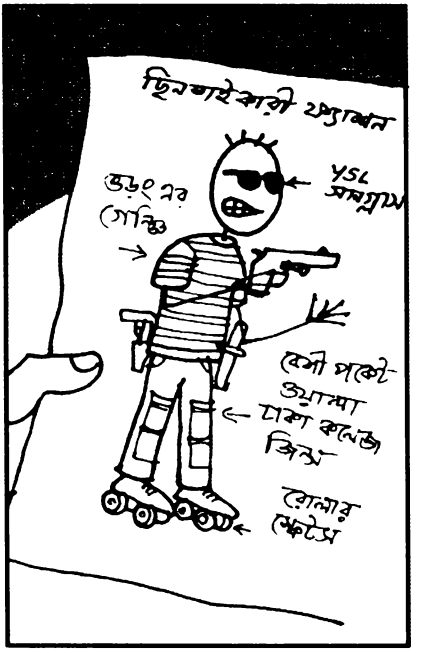

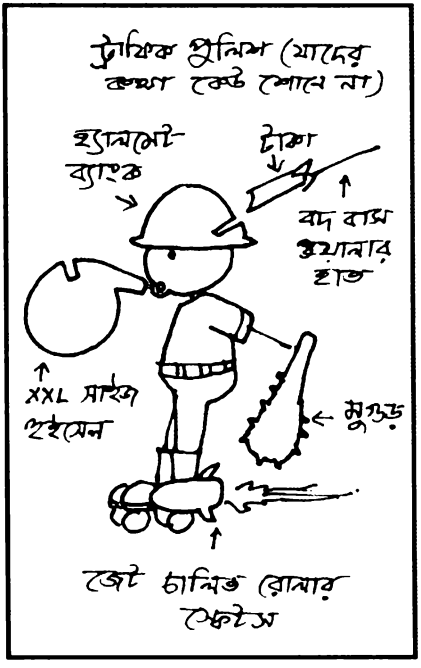

ভাইয়া-আসন্ন ঈদের জন্য আমি কিছু ফ্যাশন ডিজাইন করেছি। বিভিন্ন পেশাজীবি যাদের কথা কেউ ভাবে না। তাদের জন্য ফ্যাশন। ডিজাইনগুলো নকশায় পাঠাব।
দেখি তো
ছিনতাইকারী ফ্যাশন
YSL সানগ্লাস
বেশী পকেট ওয়ালা
রোলার স্কেটস
ট্রাফিক পুলিশ (যাদের কথা কেউ শোনে না)
হ্যালমেট ব্যাংক
টাকা
বদ বাস ওয়ালার হাত
XXL সাইজ হুইসেল
মুগুড়
জেট চালিত রোলার স্কেটস
ভিক্ষুক (চৌরাস্তার মোড়ের)
কাঠের হাতল দিয়ে ধরা
বেল্ট
এই ডিজাইনগুলো বরং রস আলোতে পাঠা!

ঈদ মোবারক বাবা !

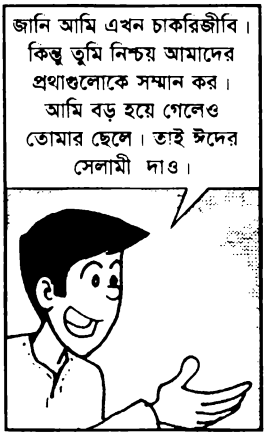
জানি আমি এখন চাকরিজীবি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় আমাদের প্রথাগুলোকে সম্মান কর। আমি বড় হয়ে গেলেও তোমার ছেলে। তাই ঈদের সেলামী দাও।

আজ ঈদ আর আমি কিনা ভুলে গেছি? ছি ছি! এই নে ২০০০ টাকা সেলামী?

হি: হি: ঈদ আসতে আরো একমাস বাকি, বাবা।

বেসিক ভেবেছে সে তার বাপকে প্রতারণা করে ২০০০ টাকা মেরে দিতে পারবে? হা: হা: ! আমি হচ্ছি তালিব!

প্রতিশোধ নিতে আমি ছেলের টাকা মারতে দ্বিধাগ্রস্ত হই না। হু গাধাটা ঘুমাচ্ছে!

কটাশ

বদমাশটা ঘরময় ইঁদুর ধরার কল পেতে রেখেছে...
কটাশ

না: এবার একটা কিছু করতেই হবে!
খুব বাড় বেড়ে গেছে! আমাদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে !
হুম! এটাকে সাইজ করতে হবে!

সন্ধ্যায় আমার বাসা থেকে ধারালো কাস্তেটা এনে এক কোপে সাইজ করে দিতে পারবি !.
পারব

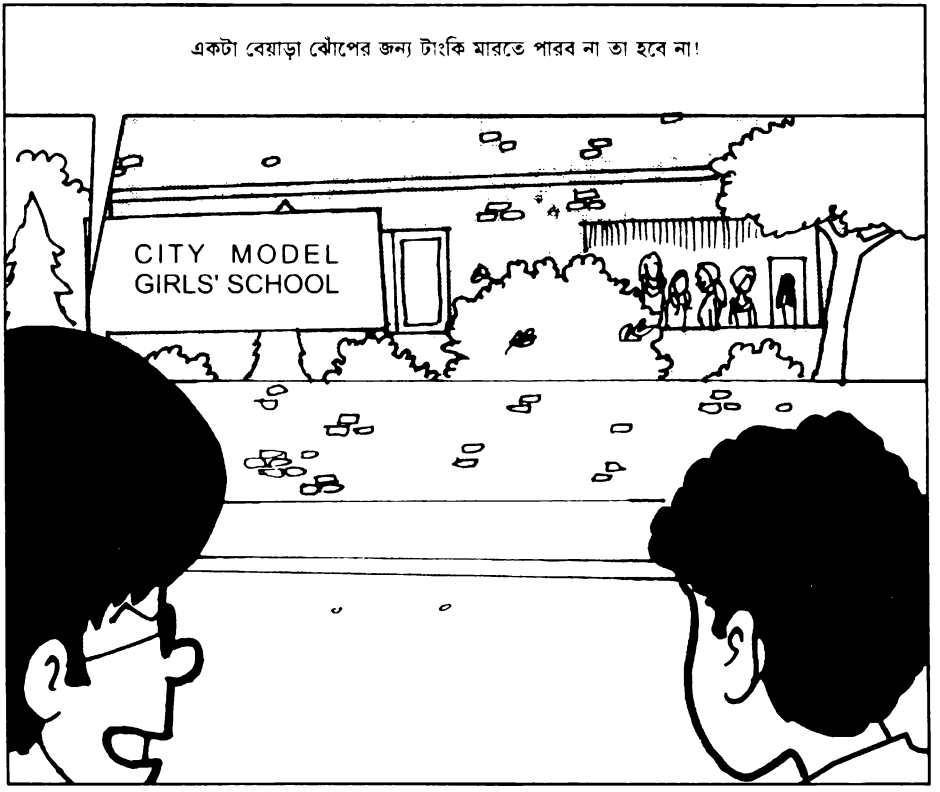
একটা বেয়াড়া ঝোঁপের জন্য টাংকি মারতে পারব না তা হবে না!
CITY MODEL GIRLS' SCHOOL

বাবা আমি এই ছাগলটা পালবোই পালব!
হা: হা: ঠিক আছে মা...ওনা হয় গ্যারেজে থাকবে!
কী নাম দেই তোকে বল তো
ম্যা এ এ এ এ
একদম মনের কথা। তোর নাম ম্যাজিক! ম্যাজিক পেছন পেছন আয়। ঘাষ খাবি ম্যাজিক? কাঁঠাল পাতা খাবি ম্যাজিক?
ম্যা এ এ এ ম্যা এ এ এ
ম্যাজিক!
?
শশশ...আস্তে! সবাই শুনতে পাবে! আরে আসছি তো...
ম্যাজিক
ম্যাজিক, তুই কত কিউট...কিন্তু তা'ও তুই ছাগল!
ম্যা এ এ এ
?!

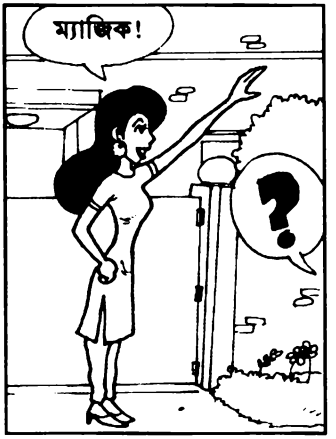

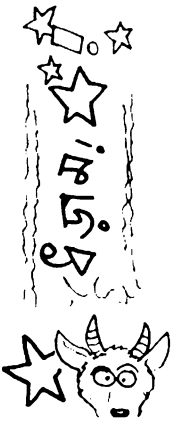

আমাকে অপমান করতে তুমি ছাগলটার নাম দিয়েছ ম্যাজিক! বেশ আজ থেকে তুমি আমার কেউ নও!

ওকে আমি খুব ভালবাসি!
ম্যা এ এ!

তাই? তাহলে তোমার জন্য আমি ছাগল হতে প্রস্তুত...ম্যা এ এ!
ম্যাএএ!

আজ তোকে আমার সাথে ডেটিং এ যেতেই হবে। আমি ভাল্টু কোন জুনিয়র ছোকড়া ম্যাজিকের কাছে হার মানি না।
ই ই ই!

চল আমার সাথে জিনজিরা বিরানী হাউজে বিরানী খাবি।
ভাল্টুর বাচ্চা! তোকে ম্যাজিক এসে উড়িয়ে দেবে!

ম্যাজিক ?
হা-হা-তোর ম্যাজিককে এখন পাবি কোথায় ?

ম্যাজিক সম্পর্কে তোর কোন ধারনা নেই, শয়তান!
ম্যাএএ

বাকুম!
?!
ঝুড়ুৎ
নেচার!!! তোর পাখি আবার আমার মাথাকে বাথরুম হিসেবে ব্যবহার করেছে !!!
গুম! গুম!
?
নেচারের পাখিরা আবারও...
নে চা র!
সরি বাবা! রাগ করো না!
ঝপাশ!
দেখ তোমার টাকটা চকচকে নতুন করে দিয়েছি!

আম গাছে আমার ঘুড়িটা
আটকে গেছে। নামিয়ে দেবে ?
অবশ্যই!

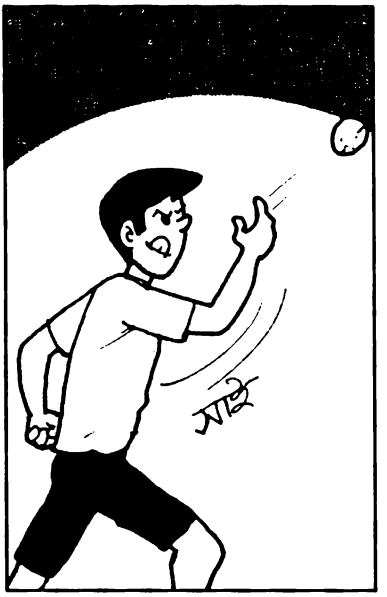
সাই

আরে চুপ ! এই নে-আরেকটা ঘুড়ি কিনে নিস!
ভ্যা এ এ!

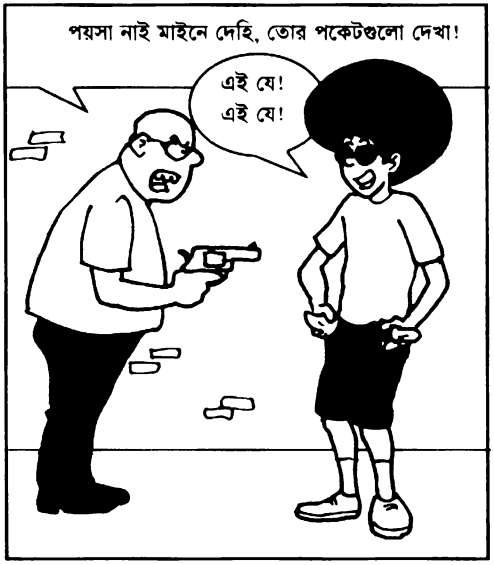
পয়সা নাই মাইনে দেহি, তোর পকেটগুলো দেখা!
এই যে!
এই যে!

আজাইরা সময় নষ্ট! দেহি! তোর
সানগালাসটাই লয়া যাই!

ভ্যাগিস প্যাটকাটা টের পায়নি আমি কোথায় আমার মানিব্যাগ রাখি!

আমার মানিব্যাগ
নিন... পিস্তলটা
নামিয়ে ফেলুন !
?!
হা হা হা হা
হা হা হা হা
পটাং

ছোটকালে বাবার হাতে মার খেয়ে দুবার বাসা থেকে পালিয়েছিলাম। তুই কখনো বাসা থেকে পালিয়েছিলি ?

না। তবে শয়তানী করার জন্য বহুবার বাবা-মায়ের মার খেয়েছি। তাতে আমার কিছুই হয় নি। তখন এক পর্যায়ে একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি...

...আমার উৎপাতে আমার বাবা-মা বাসা ছেড়ে পালিয়েছে...বহু কষ্টে পুলিশের সহায়তায় তাদের ধরে আবার বাসায় ফিরিয়ে এনেছিলাম!

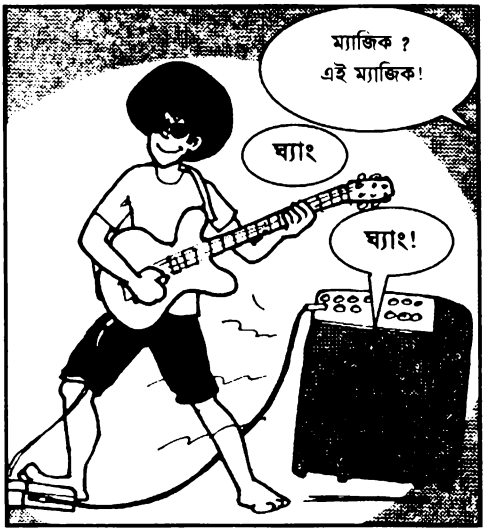
ম্যাজিক ?
এই ম্যাজিক!
ঘ্যাং
ঘ্যাং!

ম্যাজিক ?!!
ক্যাও !
ক্যাও !

এখন বাদ্য বন্ধ করে
পড়তে বস!!!

কী হচ্ছে রে?
বাজী চলছে। বাবা জিতলে মা খিচুড়ি রেঁধে খাওয়াবে আর মা জিতলে বাবা আমাদের থাই রেঁস্তোরায় খাওয়াবে !!

তোমার পেছনে তিন মাথার বানর!

তোমার টাকে একটা চুল গজিয়েছে...

ওরা তো কেবল চুরি করে খেলছে!
ওটাই তাদের বাজী কে বেশি চুরি করে জিততে পারে!
ঐ যে ম্যাজিক তোমার পকেট মেরে ভাগছে...
তোমার মুখে পেয়াঁজের গন্ধ!!

ম্যাডেস্ট তোমার মত বিশ্ব চিটারকে লুডুতে হারিয়ে বাজিতে জিতেছে ? অসম্ভব!
তোর ছলনাময়ী মাকে এত সোজা মনে করিস না!

সে বাজী জিতে ডাই ফুড খাবার জন্য এত মরিয়া হয়ে উঠবে ভাবিনি...আমি জিতেই যাচ্ছিলাম!

তখন সে হার্ট এটাক বলে চিৎপটাং! আমি ডাক্তার ডাকার জন্য ফোন করতে করতে সে সব লুডুর গুটি খেয়ে জিতে গেল!
হারলে আমার হার্ট এটাক হতেও পারত!

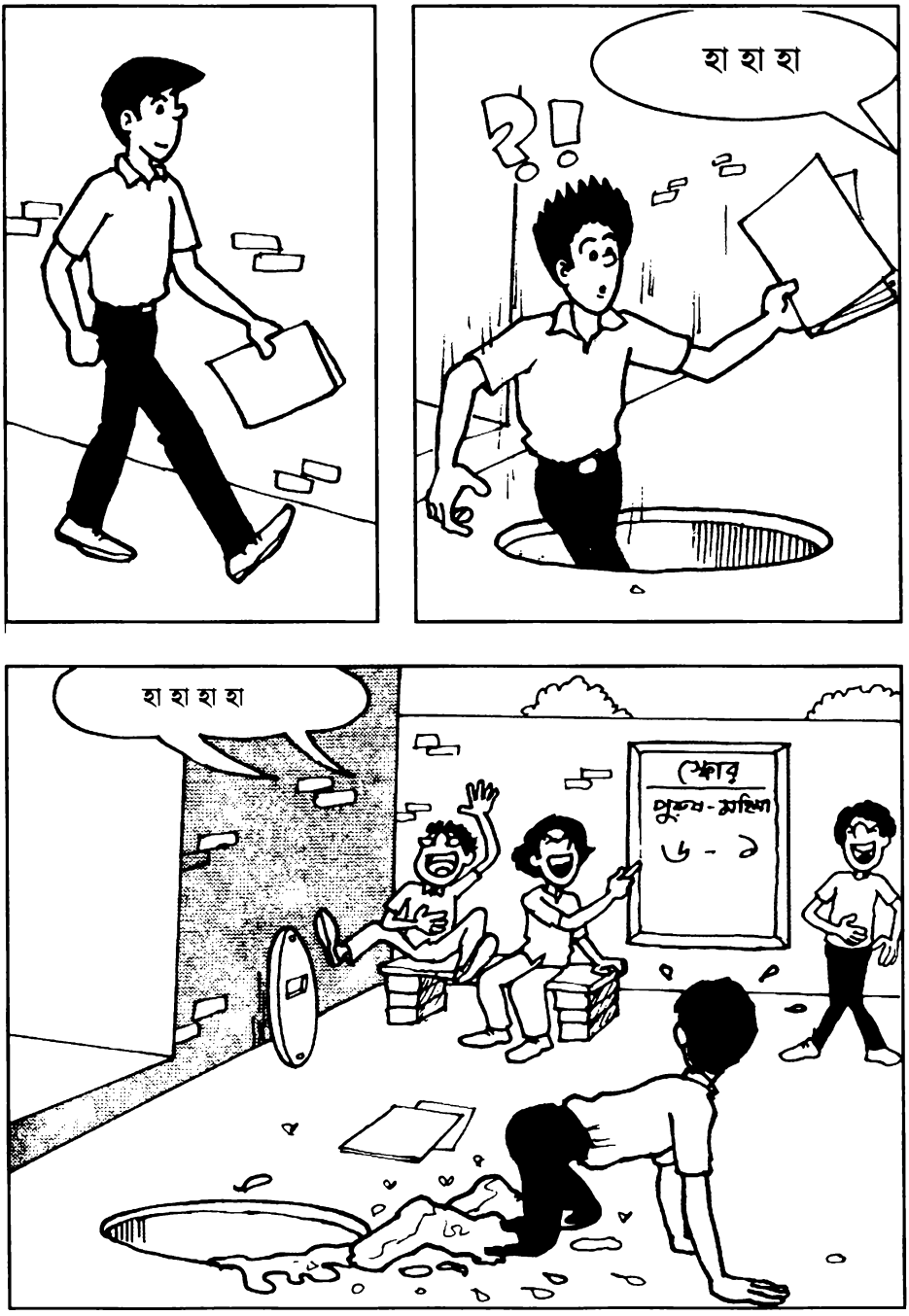
হা হা হা
?!
হা হা হা হা
স্কোর
পুরুষ - মহিলা
৬ - ১

ফ্যাৎ! ফ্যাৎ ! ফ্যাৎ!

ডাইনী ! তুই
মর!

মার ! মার ! ঘুসি
মেরে নাক উড়িয়ে
দে শয়তানটার!

ম্যাডেস্ট দেখে হিন্দি সোপ। আর আমি
দেখি ম্যাডেস্টের কার্টুন!
কী? নায়িকা মরে
গেল ? এসব সোপ
নিষিদ্ধ করে দেয়া
উচিত !

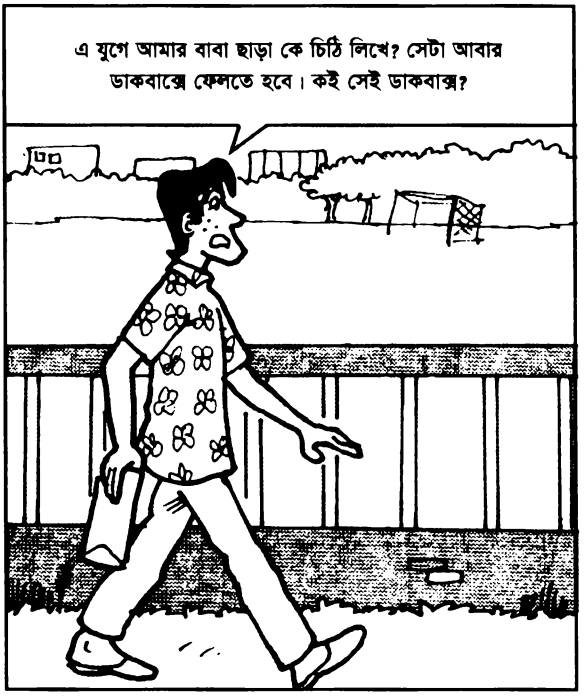
এ যুগে আমার বাবা ছাড়া কে চিঠি লিখে? সেটা আবার ডাকবাক্সে ফেলতে হবে। কই সেই ডাকবাক্স?

পেয়ে গেছি !
ইউরোপা...
ইয়ে ইউরেকা !!

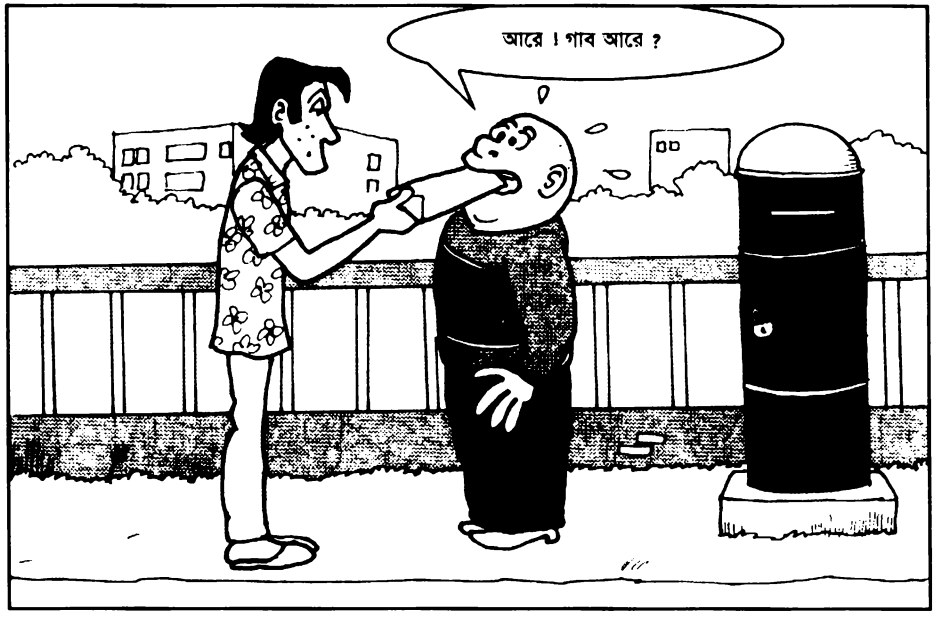
আরে ! গাব আরে ?

কী খবর বেসিক?
আরে পাড়াতো সাংবাদিক শাহরিয়ার ভাই!

শাহরিয়ার ভাই, আপনি আপনার পেশা নিয়ে প্রচন্ড গর্বিত না ?
সেটা তোমার কেন মনে হচ্ছে?

এমনিই বললাম আর কি!
PRESS
PRESS
PRESS
সাংবাদিক

হেসো না! গাড়িতে PRESS লাগিয়ে রাখলে রাস্তায় চলা ফেরায় সুবিধা হয়; সেক্রেটারিয়েটে ঢোকা সহজ হয়!
PRESS
PRESS
সাংবাদিক

তাহলে পায়ে হেঁটে চলা ফেরার সময়ও কি গায়ে PRESS লিখে ঘোরেন নাকি?

সে রকমও করে দেখেছি... তাতে লোকজন এসে এত চাপাচাপি করে যে সেটা বাদ দিয়েছি!
আরো জোড়ে PRESS করুম?
হেঁইও!
PRESS

তুমি আমার জন্য এই প্রথম নিজ থেকে ফুল এনেছ বলে আমি অসম্ভব খুশী !! আমি ফুল ভালবাসি!
কিন্তু অফিসে ফুল রাখব কোথায়? ফুলদানীটা কোথায়?
হুঁ!
বেসিক !! আমার কম্পিউটার থেকে ফুল সরাও!
বা: ফ্লপি ড্রাইভটা তো এমনিতেও ব্যবহার হয় না! অসুবিধা কী?

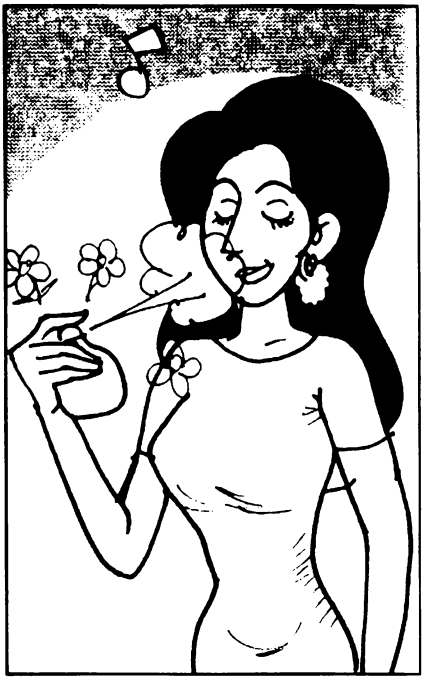

তোমার চোখগুলো হরিণের মতো... আর চুলগুলো যেন...
ফালতু প্রেমের কথা বলো না তো ম্যাজিক! তোমার কথা শোনার সময় নেই আমার!

টিয়া পাখি দিয়ে ভাগ্যগণনা করেন? হা হা, আমি টাকা দিয়ে আমার না আপনার ভাগ্য গণনা করতে চাই।
ভাবতাছেন আমি ভুয়া?

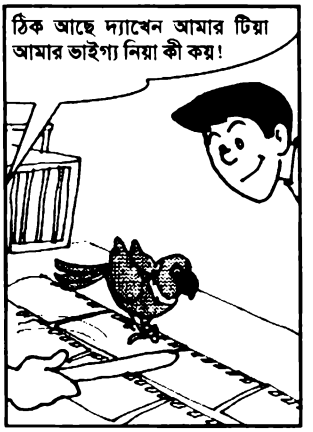
ঠিক আছে দ্যাখেন আমার টিয়া আমার ভাইগ্য নিয়া কী কয়!

এতে লেখা "আপনি টিয়া পাখি দিয়ে ভাগ্য গণনা করে জীবিকা নির্বাহ করবেন!"

আমি মনে করি টিয়া দিয়ে ভাগ্য গণনটা একদম ধোঁকাবাজী! আপনি আমার ভাগ্য গণনা করে সত্য প্রমাণ করতে পারবেন ?
টিয়া এনার ভাইগ্য দ্যাখ!

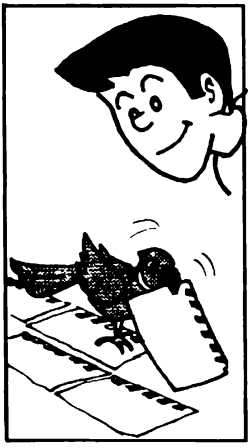

লিখেছি "আপনার মাথায় এক্ষুনি আকাশ ভেঙ্গে পড়বে,"
হা হা হা হা... চাপাবাজী!!

এই ভবনের নির্মাতা
হিল্লোল কন্সট্রাকশনস
ঘরর খট খট
ঘরর খট.. খট..
এ্যাঁ?
অই...পাউরুটি প্রকাশ
...চাঁদা...শেষ..কইরা....
...পাউরুটি?...ভাত-
ডাল...! চাঁদা...
নিয়মিত...হাঃ হা হাঃ
খ্যাট!
খট
খট
ওস্তাদ...হ্যায়...আপনে...
...কিছু বুজি না...
আমিও...
ধন্যবাদ!

একী!
নির্মানে
হিল্লোল
কন্সট্রাকশনস

রজব মিয়া আমি তোমাদের তাড়াহুড়ো
করে কাজ করতে নিষেধ করেছি যাতে
কাজটা ভাল হয়, কিন্তু...
কী হইছে স্যার ?

কী হয়েছে ? এখানে কিছু হচ্ছে না! কিছুই হয়নি!!

চাবকে চামড়া তুলে নেব!
সবাই ঘুম ঝেড়ে কাজ শুরু
কর! জলদি! এক্ষুনি!

নির্মানে হিল্লোল
কন্সট্রাকশন

এ কী? এ কী ধরনের মিস্ত্রি
নিয়ে আমি কাজ করছি।
তোদের সবগুলোকে ছাঁটাই
করব।

কী খবর সায়মন ?
দোস্ত তোমার সেকশনে রেবেকা নামের একটা মেয়ে আছে না?

মেয়েটা আমাকে প্রকান্ড... সরি... প্রচন্ড দুর্বল করে ফেলেছে...দোস্ত আমি ওকে দেখলে এত দূর্বল হয়ে পরি যে

!!

একী? কী হলো তোমার?
এটাই তো বলছি! উ: ওকে দেখে এখন ভীষণ দুর্বল লাগছে। দাঁড়াতে পারছি না!

রেবেকা তোমার জন্য একটা মজার খবর আছে?

কী? তুমি আমার জন্য রিয়াকে পরিত্যাগ করছ? আমার সাথে ডেটিং এ যেতে চাও? আমার মন জয় করতে...

ফাজলামী বাদ দাও! তোমার জন্য আমাদের সায়মন একদম পাগল হয়ে গেছে

মনে হচ্ছে ওকে পাগলা গারদে পাঠাতে হবে!
রেবেকা!!
রেবেকা!!

এত ভয়ের কী আছে? তুমি শুধু রেবেকাকে বলবে যে তাকে তুমি ভালবাস!
হিতে বিপরীত হলে?
বড়জোর রেবেকা তোমাকে ছ্যাঁক দিবে! একটা ছ্যাঁক খাবার সাহস নেই?
ই ই ই!
রেবেকা ছ্যাঁক দিচ্ছে!
রেবেকা গরম ইস্তিরির ছ্যাঁক দিচ্ছে আমায়! উ: আ:!
...আমি বুঝে গেছি যে সায়মনকে দিয়ে আমার কাছে প্রেম নিবেদন করানোটা তোমার একটা খেলা!
সায়মনকে দিয়ে আমাকে ব্যস্ত রাখলে রিয়া কখনোই সন্দেহ করবে না যে আসলে তুমিই আমার প্রতি দুর্বল! দারুণ!
আমি কখনোই তোমার প্রতি দুর্বল ছিলাম না! হবোও না!
থাক! আমি জানি বড় প্রেম সব সময় কাছে টানে না-মাঝে মাঝে দূরেও ঠেলে দেয়।

বল কী রেবেকা!! আমাদের অফিসের সায়মন তোমার প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে নিজের রক্ত দিয়ে তোমাকে প্রেম পত্র লিখেছে?
এই সেই চিঠি
আমি তোমাকে ভালবাসি সায়মন

কিন্তু আমি গলে যাই নি. কারন ওকে আমার সন্দেহ তাই চিঠিটার রক্তের ডি এন এ টেষ্ট করিয়েছি

এটা মুরগীর রক্ত
আমি তোমাকে ভালবাসি সায়মন

যাও-রেবেকাকে কফি খাওয়ার প্রস্তাব কর। দেখবে এরপর তাকে সহজেই প্রেমের কথা বলতে পারবে।
এ্যা!

রে...রেবেকা...ক-কফি খাবে?
হ্যা-একটা ব্ল্যাক কফি হলে ভাল হয়।

...আর ক্যান্টিনে যাবার পথে এই ফাইলটা হাদ্দাদ সাহেবকে দিয়ে সাইন করিয়ে এনো।

আর বিকেলে আমার টেবিলটা সাফ করে দিও!

সিরিয়াসলি...এই রাস্তার অবস্থা এত খারাপ
জানলে এদিক দিয়ে আসতামই না। এ রাস্তা
আদৌ পারি দিতে পারি কিনা সন্দেহ।

ফেরী পারাপার ১০ ট্যাকা মাত্র স্যার!

সোবহান আল্লাহ্! তাহলে সিটি কর্পোরেশন অবশেষে
এই ভাঙ্গা রাস্তা মেরামত শুরু করেছেন ?

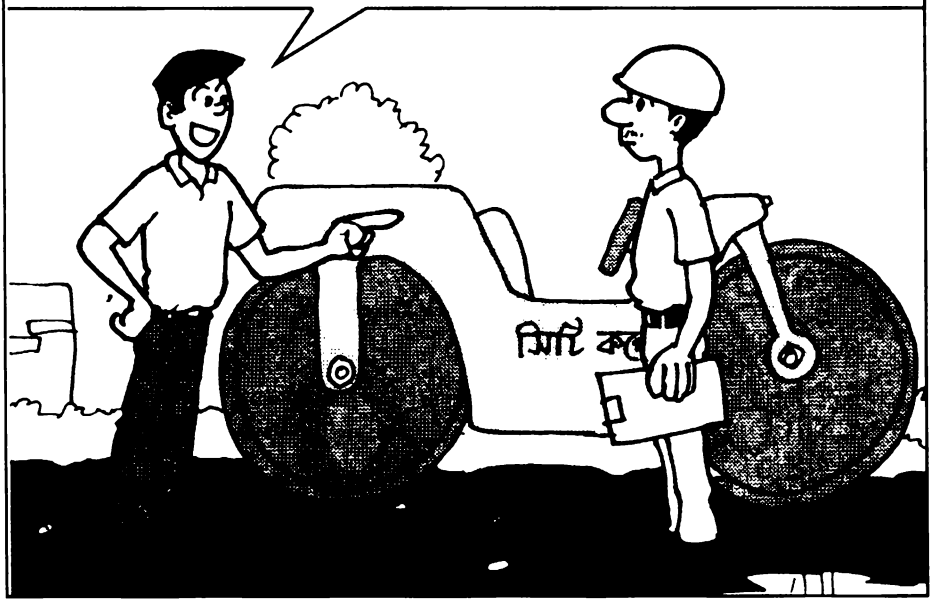

মাথা খারাপ ? আমাদের হ্যাচারী নষ্ট করে রাস্তা মেরামত? না ভাই। তবে এ রাস্তার ওপর দিয়ে একটা ফ্লাই ওভার নির্মানের পরিকল্পনা আছে।

এমন করছ কেন? বললাম তো টিভিতে X-FILES দেখেই পড়তে বসব!
অসম্ভব! কোন ফাঁকি চলবে না!

বাপরে ! X-FILES এ আজ মোস্তার বোধ হয় মরেই যাবে!
রমায়ন

স্কালী তাহলে ভীনগ্রহী ?
রমায়ন

ও: তাহলে স্কিনারই সব নষ্টের গোড়া!

ম্যাডেস্ট !! ভাইয়া আমার ওপর ইমোসেনাল অতইয়াচার" করছে! টিভি বন্ধ কর!!

এই যে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ তানভীর, শুনলাম তুমি নাকি ব্যাংকে একটা সুপার কম্পিউটার বসাচ্ছ?
এ্যা!

এটা এক রকম সুপার কম্পিউটার বটে, এটা যে কোন কম্পিউটার থেকে লাখো গুন দ্রুত কাজ করে। এর র‍্যামই এক টেরা বাইট, এর হার্ডডিস্ক ক্ষমতা এত বড় যে এতে হাজার হাজার হিন্দি ছবি ডিভিডি কোয়ালিটি করে রাখা যায়!

কাউকে বলো না...এটা শুধু চেয়ারম্যান স্যার ব্যবহার করবেন...উনি নাকি একের পর এক হিন্দি ছবি দেখবেন!

স্যার-এক্সপার্ট লাগবে না, আমিই আপনার সমস্যার সমাধান করতে পারব।

কিন্তু তুমি তো জানোই আমার সুপার কম্পিউটারের কী সমস্যা!

না স্যার জানি! এই দেখুন এখন আপনার যন্ত্র চালু হয় কি না!

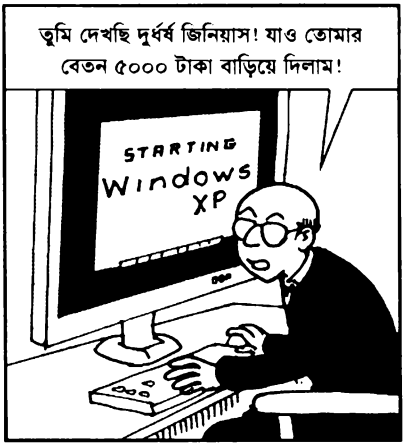
তুমি দেখছি দুর্ধর্ষ জিনিয়াস! যাও তোমার বেতন ৫০০০ টাকা বাড়িয়ে দিলাম!
STARTING
Windows
XP

আমি তোমার মাসিক বাজার করে দিচ্ছি। কই লিস্ট দাও, টাকা দাও!
?

ম্যাডেস্ট-পোলাপান দিয়ে বাজার করিও না। আমিই বাজার করে দিচ্ছি-টাকা দাও!
এ্যাঁ? তুমি কেন বাজার করবে ?

যে চাকরি করে তাকে কেন বাজার করতে হবে? আমি ছাত্র...বাজার আমার একমাত্র আয়...উ:!
আমার উপরি দরকার! উ:
চোরের দল!

তোমার দুই ছেলে কি নিয়ে মারামারি করছে?
দুই চোরের মারামারি লেগেছে কে বাজারে যাবে তা নিয়ে!

প্রতি মাসে মাসিক বাজারের জন্য ৮০০০-১০,০০০ টাকা ব্যয় হয়। এর অন্তত ১,০০০ টাকা ওরা হাতিয়ে নেয়।
!!

বলো কী! দাও টাকা, আমিই বাজার করে দেবো। আর লাভটা দুজনে ৫০%-৫০% করব!
তালিব! এটা কিন্তু তোমারই টাকা!!

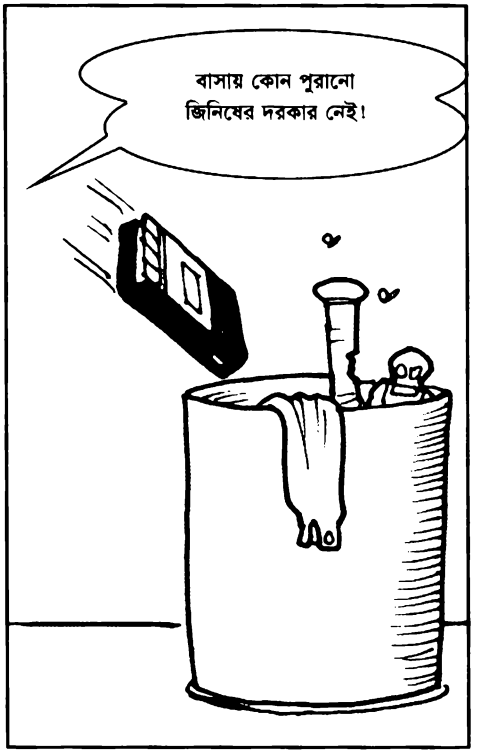
বাসায় কোন পুরানো
জিনিষের দরকার নেই!

একি আমার শখের ১৯৭৫
সালের টেপ রেকর্ডার ফেলে
দিলে? এটা তো নতুন!

তালিব! ঐ টেপ রেকর্ডার কেউ
ব্যবহার করে না। তুমি টেপ
শোন না ১০ বছর হলো!
আমি শুনি!
দেখাচ্ছি!

সে কি! বাসায়
কী একটাও
টেপ নেই?
এডহেসিভ টেপ
আছে-চলবে ?

ঘড়ড়ড়
কী বানালি তুই মা?
আমাদের দারোয়ানের জন্য মানানসই উচ্চ প্রযুক্তির লুঙ্গি!
কুদ্দুস, যাও লুঙ্গিটা পরে এখানে এসো!
পরে!
খেয়াল করে দেখ-এ লুঙ্গিতে গিঁঠ নেই, এটা ভেলক্রো দিয়ে পরা যায়। পকেটও আছে!
Nature LUNGI

তুই হচ্ছিস আমার ফাউল বন্ধু। নিজে একটা জোশ প্রেম করছিস-আর আমার জন্য কিছুই করিস না!

তোর সমস্যা হচ্ছে তোর সহজে মেয়ে পছন্দ হয় না। যাদের তোর পছন্দ হোত তারা যদি এখনো অবিবাহিতা থাকত তাহলেও চেষ্টা করে দেখতাম!

হায় ঐশ্বরিয়া! হায় মাধুরী! হায় কাজল!
আচ্ছা, ঢাকার মেয়েরা কি তোকে আকর্ষিত করে না?

ঢাকার মেয়েদের পছন্দ করি না মানে ? অবশ্যই করি। কিন্তু যাদের পছন্দ হয় তাদের দেখা যায় বয়ফ্রেন্ড আছে। তাহলে বল আমার গার্ল- ফ্রেন্ড হবে কবে?
হুঁ! সমস্যা বটে!

এর সমাধান কিভাবে করা যায় তা নিয়ে আমাকে একটু গভীর ভাবে ভাবতে দে!

খাঁটি বন্ধু!

কিন্তু আধ ঘন্টা ধরে ব্যাটা এত গভীর কী ভাবছে?
ঘ্র ঘ্র ঘ্র !

ফুলমতী !
ধুম!
আমার বিয়ের চায়ের কাপ বের করে ভেঙ্গেছ কেন? এ্যাঁ?
ম্যাডেস্ট! শান্ত হও!
সবাই পালাও! ম্যাডেস্ট এবার ক্ষেপে গিয়ে "সুপার ম্যাডেস্ট হাল্ক" হয়ে গেছে...সব ধ্বংস হয়ে যাবে!
ইয়ায়া...
বাঁচাও!

ম্যাডেস্ট ঠান্ডা হও! তোমার শখের ভাঙ্গা কাপটা আমি সুপার গ্লু দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছি!
আমার বিয়ের কাপ!!

দশ মিনিট সময় দাও, আমি এই ভাঙ্গা কাপটা ঠিক ওই কাপটার মত করে দিচ্ছি!

দশ মিনিট পর
এই কাপে কি সাইড দিয়ে চা ঢালতে হয় ?
কেন? ঠিকই তো আছে!

হিল্লোইল্লা !
হ্যারে হিল্লোইল্লা--

এত চেঁচাচ্ছ কেন? হিল্লোল তো
তোমার কথা মতো তোমার গার্মেন্টসের
স্যাম্পলের বাক্স প্যাকিং করছে!
তাই নাকি?
এত ভাল
হয়ে গেছে
সে?

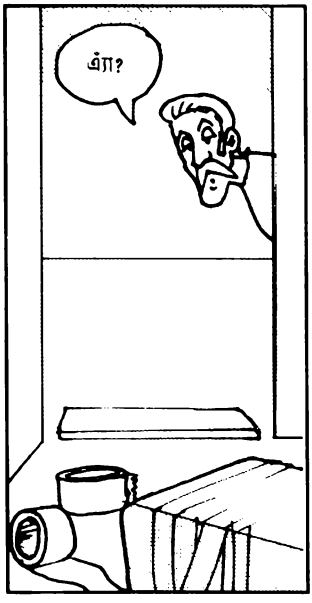
এ্যাঁ?

ওরে শয়তান ! তুই কী করেছিস
ইয়ে বাবা...একটু তাল গোল
হয়েছে মাত্র!

এ নিয়ে তোকে ছয়টা বল দিলাম-কোনটাই ব্যাটে লাগাতে পারলি না! তোকে দিয়ে ক্রিকেট হবে না মামুন!!

সব তোমার দোষ?
এত ছোট বল কীভাবে ব্যাটে লাগাব?
ছোট বড়?
দাঁড়া!

এটা
বেশী বড়!

মনে হচ্ছে আমি একটা ভুল করেছি!
কিন্তু কী সেই ভুল? কেন আমার
এই অবস্থা হলো ?

প্রকৃতির ডাকের দাঁত ভাঙ্গা
জবাব দিতে বাথরুমে এলাম।
এবং কমোডে বসলাম...
কিন্তু ভুলটা কোথায় হলো?

রাইট! আমি কমোডের সিটটা না নামিয়েই
বসে পড়ায় এত বিপত্তি!

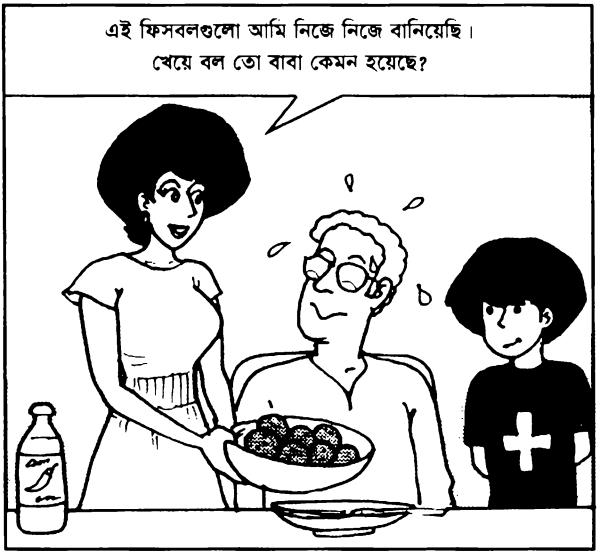
এই ফিসবলগুলো আমি নিজে নিজে বানিয়েছি।
খেয়ে বল তো বাবা কেমন হয়েছে?

এ:! আ: এটা মাছ
নাকি রাবারের বল?
ট্যা ও ও!
ট্যা ও ও!

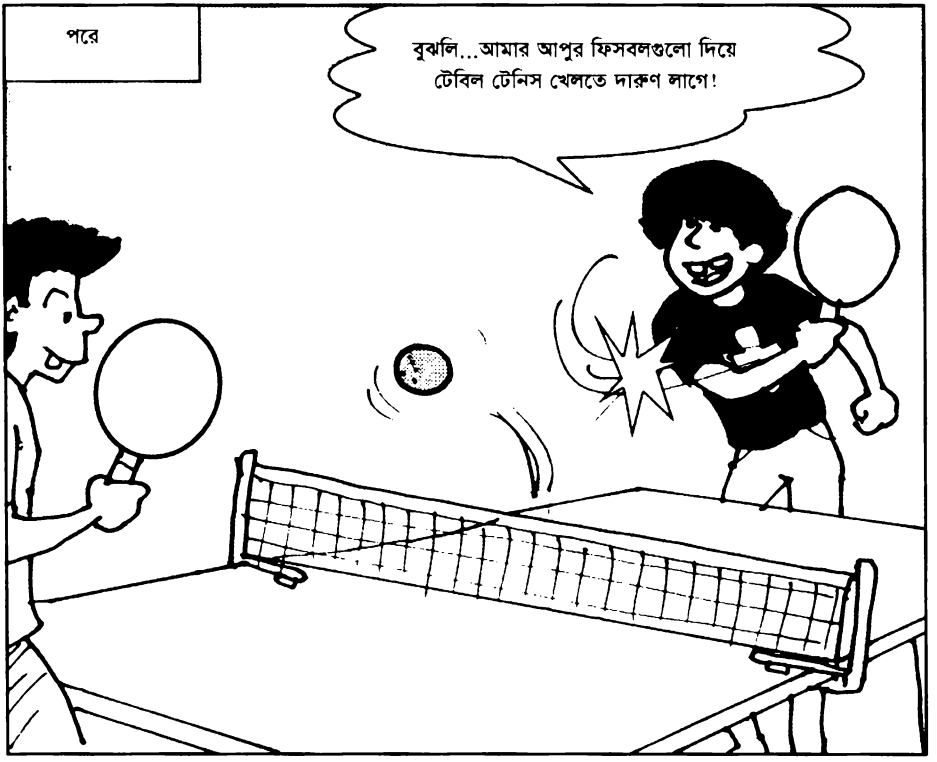
পরে
বুঝলি...আমার আপুর ফিসবলগুলো দিয়ে
টেবিল টেনিস খেলতে দারুণ লাগে!

জুডার ?! আমি জুডার নামের সিরিজ গল্প লিখি তা তোমাকে কে বলল? মিথ্যে..
লুকাচ্ছ কেন ?

গল্প লিখলে লজ্জার তো কিছু নেই। তার মানে ওতে নিশ্চয় আমাকে নিয়ে কিছু লিখেছ?!
এ্যাঁ?

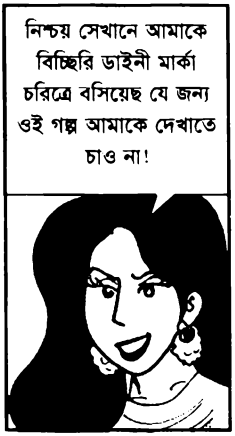
নিশ্চয় সেখানে আমাকে বিচ্ছিরি ডাইনী মার্কা চরিত্রে বসিয়েছ যে জন্য ওই গল্প আমাকে দেখাতে চাও না!

না! না! মোনালিসা সুন্দরী রাজকন্যা যে নায়ক জুডারের জন্য পাগল!!
আমি তোমার জন্য পাগল? তবে রে! তুমি আমার জন্য পাগল!

কি আশ্চর্য আমার গল্পে মোনালিসা জুডারের প্রেমে হাবুডুবু খেলে তোমার আপত্তি কেন ?
মোনালিসা কারো প্রেমে হাবুডুবু খায় না...অন্যেরা খায়!

জুডার আমার গল্প! আমার ইচ্ছে মোনালিসা জুডারের প্রেমে মশগুল থাকবে!
মোনালিসা আমার নাম সে কারো জন্য পাগল হয় না!

তাহলে আমি গল্পের মোনালিসার নাম পাল্টে সাফিনার নাম ঢোকাব!
আমার বান্ধবীর নাম ঢোকাতে চাও? ও: আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না!

শুনলাম তুমি নাকি অবশেষে ঐ অর্বাচিন ছোঁড়া ম্যাজিককে পরিত্যাগ করেছ? তাহলে এবার চল আমার সাথে ডেটিং এ
?

কমলাপুর বস্তিতে একটা চাপের কাবাবের দোকান আছে। চল সেখানে তোমাকে খাওয়াব। ফ্রি! আর হিউম্যান হলারে চড়ে সেখানে যেতে কি যে মজা তা জানো না!
!!

ওকি! ওভাবে তাকাচ্ছ কেন? আমার প্রস্তাবের কোন অংশটা খারাপ?

আরে!
আরে!
আরে!

কিরে মোনালিসা, অমন খিঁচড়ে আছিস কেন? ম্যাজিকের সাথে কিছু হয়েছে?

ঐ বাঁদরমুখো ম্যাজিক এখানে এলেই আমি ওকে গুলি করব! ওর সাথে সম্পর্ক শেষ! চিরতরে শেষ!

এ্যাঁ? তার মানে আমি এখন ম্যাজিকের সাথে টাংকি বিনিময় করতে পারি ?

মেরে দ্যাখ-তোকে কী করি!

না! শুধু সরি বললে হবে না! আমাকে দুঃখ দেয়ার জন্য শাস্তি পেতে হবে!
শাস্তি?

তোমাকে খুশি করতে আমি আমার গল্পের মোনালিসার কাহিনী পাল্টে ফেলেছি। এটা কি যথেষ্ট নয় ?
না!

দই খাও !

টক দই ?? মিষ্টি দই দিয়ে মারলে কী হতো?

এসব বার্গার কিংবা ফ্রাইড চিকেন হচ্ছে জঘন্য ও অস্বাস্থ্যকর খাবার, এতে প্রচুর চর্বি থাকে...
Porcupine TREE
BURGER HOUSE
CHICKEN BROAST

এসব খেলে আস্তে আস্তে হৃদরোগ হয়। একদিন টুপ করে মানুষ মরেও যায়।
তাহলে এ দোকানে ঢুকছি কেন?

এ সমাজের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে আমি কেবল আত্মহত্যার চেষ্টা করছি মাত্র!

কী হয়েছে হিল্লোলের মা? গাধাটা অমন কঁকাচ্ছে কেন?
এএহ!
ওওহ!

সে আজ বেসিকের পয়সায় ফ্রি খেয়ে অসুস্থ হয়ে গেছে।
এ্যা!

সে ১৩টা বার্গার খেয়ে অসুস্থ!!
মরে গেলাম! আমার মরার জন্য বেসিক দায়ী থাকবে!!

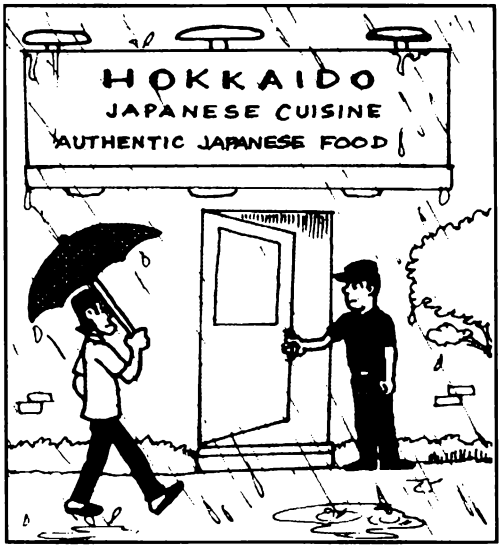
HOKKAIDO
JAPANESE CUISINE
AUTHENTIC JAPANESE FOOD

উল্টো করে
ছাতা রাখুন

যত সব জাপানী গাধামী! উল্টো করে
ছাতা রাখলে লাভটা কী হচ্ছে?
উল্টো করে
ছাতা রাখুন

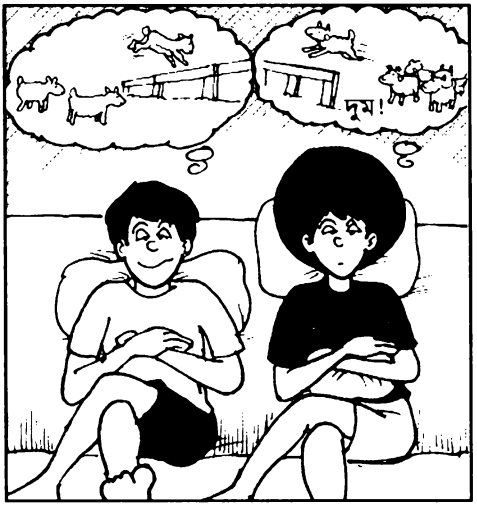
দুম!

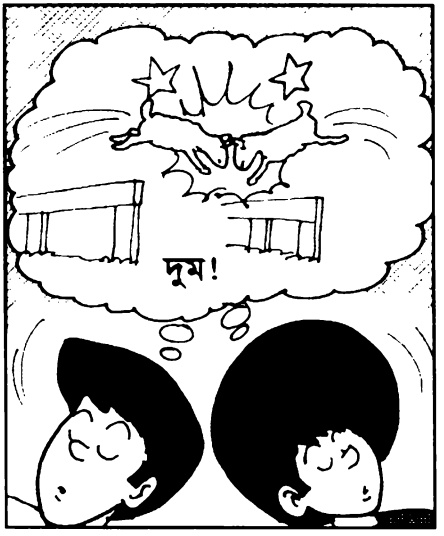
দুম!

তুই কেন ভেড়া গুনে ঘুমাচ্ছিস? ওটা আমার আইডিয়া!
ওটা আমার আইডিয়া ! তুমি আইডিয়া চোর!

আর কতক্ষন বসিয়ে রাখবে রিয়া? আসছে না কেন? সিনেমা তো শুরু হয়ে যাবে!

সরি একটু দেরী হয়ে গেল....
ওয়াও! রিয়া! তোমাকে দেখে আমি ধপাস করে পড়ে যেতে পারি...! এত্ত সুন্দর লা... ই ই ই...
ধড়াম!

তোমার জুতোর ফিতেগুলো একত্রে বাঁধা কেন?
রাজীব!!!

এই যে রাজীব, হবু শ্যালক হিসেবে তোমার জন্য উপহার একটা বিশেষ পানির পিস্তল!
সত্যি?

এদিক দিয়ে এ পিস্তলে পানি ভরা যায় তারপর ট্রিগার টিপলেই পানি স্প্রে করা যাবে!
মানে এখন ট্রিগার টিপলে তোমাকে ভিজিয়ে দিতে পারব ?

হা হা হা ...এবার তোমাকে পেয়েছি!

...এটা বিশেষ পিস্তল কারণ এটা পেছন দিয়ে স্প্রে করে...হা হা হা?
ভুসঃ

হুমম!
শো!

আমার কাছে দুই ব্যাংকের এম ডি আর একটা ডেপুটি এম ডির ভিজিটিং কার্ড আছে। তোমার?
ANO BANK
BOM BANK
SYED ZAKI M.D
SONATA BANK

আমার আছে দুই চেয়ারম্যানের জোড়া আর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর! আমি জিতেছি!

এবার দেখি এতক্ষন তুই কি শিখলি। বিশ মিনিটে তিন পৃষ্ঠায় গুপ্ত যুগের ইতিহাস লেখ, মামুন!
এ্যা?

কোন এ্যা-ফ্যা না। বিশ মিনিট। চাচী বলেছে পড়া না পারলে আমি তোকে বেত মারতে পারি...হি হি!
!!

দেখি কি লিখেছিস? গুপ্তযুগ 'গুপ্ত' হওয়ায় ইহা সম্পর্কে কিছুই জানি না!!..

এক্ষুনি অংকগুলো শেষ কর-না হয় মারব বেতের বাড়ি!
কিন্তু আমার মাথা ধরে আছে!

ডাক্তার ডাকো ভাইয়া চোখে সর্ষেফুল দেখছি! বসে থাকতে পারছি না!

ভম!

এ...এখন ফ্রেস লাগছে...অংক করছি...তুমি বড় ডাক্তার হবে ভাইয়া!

(ফিস ফিসিয়ে) হ্যারে ম্যাজিক, একটাও অংক পারি না। একটু বলে দে না!
মগের মুল্লুক?

দোস্ত হেল্প না করলে আমার বিপদ হয়ে যাবে!
তাতে আমার কী?

হিক!
হিক!
হিক!
হিক!

হিক!
হিক!
হিক!
থাম! থাম! বলে দিচ্ছি উত্তরগুলো....

হ্যাঁ রে হিল্লোইল্লা-তোর এই কম্পিউটারে নাকি মেয়েদের ছবি দেখা যায়?
এ্যাঁ? তুমি কী করবে?

বাজে তক্কো না করে দু-চারটা সুন্দর মেয়ের ছবি দেখা!
আচ্ছা!

বাঃ বেশ তো! কোথায় থাকে এই মেয়ে? ঠিকানা দে। বাপ মা কী করে...হে:! তোর মা মনে করে আমি পাত্রী খুঁজতে পারি না!
বাবা...এটা একটা নায়িকা ?

এক দাম ২০ ট্যাকা।

বলো কি? এই মোড়টা পার করে দিতে
২০ টাকা নেবে? কি আর করা চলো!

আমি হলে অবশ্য ৪০ টাকা
চাইতাম!

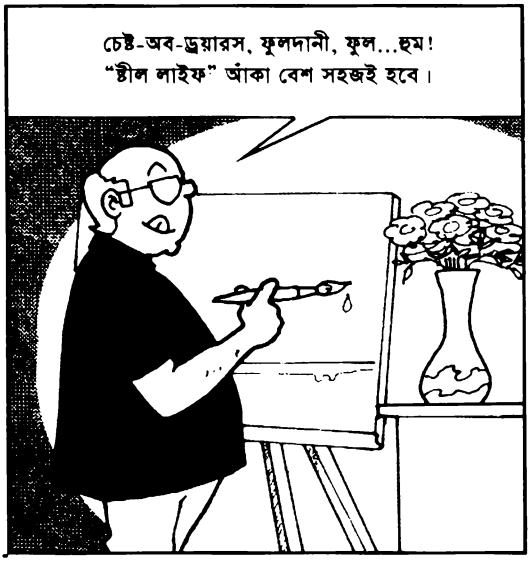
চেষ্ট-অব-ড্রয়ারস, ফুলদানী, ফুল...হুম!
"ষ্টীল লাইফ" আঁকা বেশ সহজই হবে।

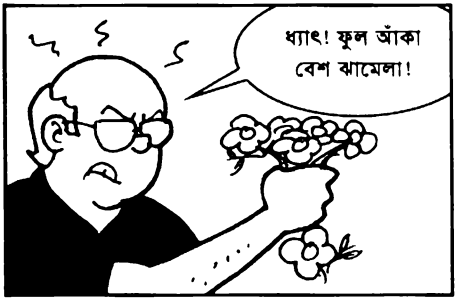
ধ্যাৎ! ফুল আঁকা
বেশ ঝামেলা!

ফুলদানী আঁকাও
বেশ ঝামেলা!

হুম এখন ছবিটা বেশ বাস্তব
বাস্তব লাগছে!

আমাকে দেখিয়ে খুব বুক ডন দিচ্ছিস? ভেবেছিস আমি এত বুড়ো যে বুক ডন দিতে পারি না?
এ্যাঁ?

দেখাচ্ছি কত সহজে আমি বুক ডন দেই। এমন কি হাতও ব্যবহার করি না!
বাবা! পাগলামী করো না তো!

এটা কিন্তু ভুঁড়ি ডন হচ্ছে!

বয়স ১৫+

বেসিক আলী

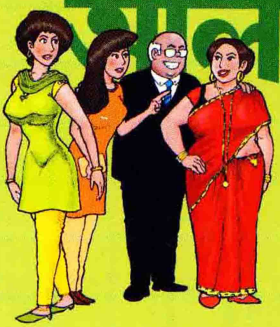

www.panjeree.com

আলী পরিবারের উদ্ভট উপাখ্যান

বেসিক আলী কার্টুন স্ট্রিপের প্রথম আত্মপ্রকাশ 'প্রথম আলো'র উপসম্পাদকীয় পাতায় নভেম্বর ২০০৬-এ। প্রতিদিনের এ স্ট্রিপ কার্টুনের মূল বিষয় হচ্ছে পরিবার, বন্ধুত্ব এবং অফিস ঘিরে মজার মজার ঘটনা। বেসিক আলী হচ্ছে বিশিষ্ট ঋণখেলাপী ব্যবসায়ী তালিব আলী ও তাঁর স্ত্রী মলি আলীর বড় ছেলে। বেসিকের ছোট বোন নেচার আলী মেডিকেল কলেজের ছাত্রী এবং ছোট ভাই ম্যাজিক স্কুলের ছাত্র। বেসিকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আত্মভোলা হিল্লোল এবং বেসিকের হৃদকম্প হচ্ছে অফিস কলিগ রিয়া হক। এদের সবাইকে নিয়েই অনবদ্য কার্টুন স্ট্রিপ– বেসিক আলী।

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

9 789846 340471